NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

# একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অবলুপ্ত ৩৭০ ধারা, আর আজকের কাশ্মীর

কলকাতা লিগে ফের পাঁচ গোল দিল মোহনবাগান ৮

কলকাতা ৬ অগস্ট ২০২৪ ২১ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.8.2024, Vol.18, Issue No. 58 8 Pages, Price 3.00

# প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা, ভাঙল বঙ্গবন্ধুর মূর্তি

# উত্তাল বাংলাদেশ, দেশত্যাগ হাসিনার

## পুড়ল ধানমুন্ডির সংগ্রহশালা, জনতার তীব্র জয়োল্লাস

**ঢাকা, ৫ অগস্ট:** বাংলাদেশ আন্দোলনে শেষ হাসি হাসলেন আন্দোলনকারীরা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইস্তফা দিয়েছেন। বোন রেহানাকে নিয়ে গণভবনও ছেড়ে পালিয়ে ভারতে এসেছেন তিনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার কিছু দিন আগে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রমনায় রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক ভাষণে মুজিবর বলেছিলেন, 'আমাদের আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।' বাংলাদেশ রাজনীতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, পড়ুয়াদের আন্দোলনকে 'দাবায়ে' রাখার চেষ্টা করেছিলেন হাসিনা। কিন্তু শেষমেশ নতুন করে ছাত্রবিক্ষোভ এবং হিংসা ছড়িয়ে পড়ায় মাত্র তিন দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হল হাসিনাকে।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ-আন্দোলন দমন করতে লাঠি-গুলি-হুঙ্কার; প্রায় সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গণবিক্ষোভের জেরে শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়াই নয়, বাংলাদেশও ছাড়তে হল শেখ হাসিনাকে। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালের ১৫ অগস্ট নিজের বাসভবনে খুন করা হয়েছিল সপরিবার শেখ মুজিবর রহমানকে। আর কাকতালীয় ভাবে প্রায় ৫০ বছর পরের এক অগস্টে দেশ ছাড়তে হল মুজিব-কন্যা হাসিনাকে। সেখানকার সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'অসহযোগ কর্মসূচি' ঘিরে যে অশান্তির সূত্রপাত হয়, তাতে কেবল রবিবারেই অন্তত ৯৮ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ১৪ জন পুলিশকর্মীও। হামলা, পাল্টা হামলায় জখম হন শতাধিক মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল আওয়ামী লীগের কর্মী এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান আন্দোলনকারীরা। মাসখানেক ধরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। রক্তও ঝরেছিল প্রচুর। জনরোষের মুখে পড়ে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কোটা সংস্কারের পক্ষে রায় দিলেও ন'দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল 'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। আন্দোলনের নয় দফা দাবি পরে নেমে আসে এক দফায়; হাসিনা সরকারের পদত্যাগে। আন্দোলনকারীদের যৌথমঞ্চের ডাকে ২৮ জুলাই থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা শহর। রাস্তায় নামে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ শুরু হয় দফায় দফায়। বহু গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। আগুন ধরানো হয় গাজিপুর, ধানমন্ডির আওয়ামী লীগের কার্যালয় এবং পুলিশের গাড়িতে। একই চিত্র দেখা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায়। মুন্সিগঞ্জ এলাকায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সংঘর্ষে নিহত হন ২ জন। এই পরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশে ফের বন্ধ হয় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। এত আন্দোলন, সংঘর্ষ, প্রতিবাদের পর সোমবার দুপুরে প্রকাশ্যে এল শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর। কপ্টারে করে হাসিনাকে 'নিরাপদ' আশ্রয়ের উদ্দেশে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ বায়ুসেনার কপ্টারটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশে উড়িয়ে নিয়ে যান এয়ার কমোডর আব্বাস।

হাসিনা বাংলাদেশের আকাশসীমা অতিক্রম করার কিছু ক্ষণ পরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ শুরু করেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বাংলাদেশে সেনার অধীনে অন্তর্বর্তী তদারকি সরকার গঠনের কথা জানান তিনি। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন; 'আন্দোলন বন্ধ করুন'। পুলিশ এবং সেনাকে তিনি গুলি চালাতে বারণ করেছেন বলেও জানান ওয়াকার। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সর্বদল বৈঠক করার কথাও তিনি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সংসদের স্পিকারকে আপাতত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে বলে খবর। তার পরে তদারকি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। বছরখানেক পরে সাধারণ নির্বাচন হতে পারে। তবে এ সবই এখন প্রাথমিক স্তরের বক্তব্য। পদত্যাগ করার পর হাসিনা দেশ ছাড়তেই দিকে দিকে ধরা পড়ে বিজোয়াল্লাসের ছবি। আন্দোলনকারীদের দীর্ঘ দিনের রাগ-ক্ষোভ বদলে গেল হাসিতে। কেউ কেউ আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়েন। কারও কারও গলায় শোনা গেল আনন্দ মেশানো চিৎকার। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আনন্দে শামিল হতে দেখা যায় সেনাবাহিনীকেও। ট্যাঙ্কের মাথায় চড়ে থাকা বাহিনীকে হাসতে হাসতে হাত মেলাতেও দেখা যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে। হাসিনা দেশ ছাড়ার পর তাঁর বাসভবন গণভবনেও ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সেখানে স্লোগান এবং উল্লাসের মাধ্যমে বিজয় উদযাপন করেন তাঁরা। বাংলাদেশের পতাকা হাতে অনেকে গণভবনের মাথায় চড়েন। সেখানে থেকে আনন্দে চিৎকার শুরু করেন সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে, ধানমন্ডিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের বাড়িতে হামলার অভিযোগও উঠেছে। দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ তাঁর বাড়ির ফটক ভেঙে ঢুকে পড়েন আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে, পাঁচ দশক আগে বাংলাদেশে রক্তাক্ত পালাবদলের সময় ওখানেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানের দেহ। মুজিব-কন্যা হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির সেই বাড়িটিকে পরিণত করেছিলেন সংগ্রহশালায়। সোমবার তাঁর সরকারের পতনের পরেই উন্মত্ত জনতা ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দিল মুজিবের স্মৃতি বিজড়িত সেই ভবনটি। প্রায় এক দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার বাংলাদেশে চালু হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

## জনতার দখলে এখন গণভবন, হাসিনার বেডরুমে বিজয়োল্লাস

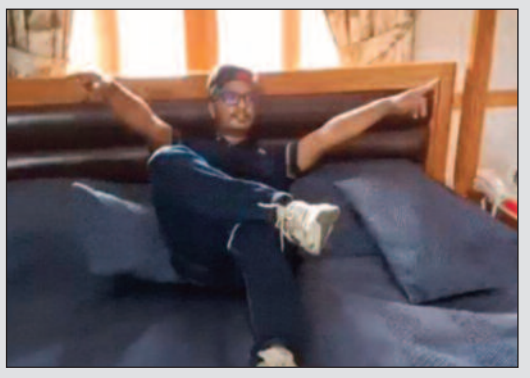

**ঢাকা, ৫ অগস্ট:** শেখ হাসিনার বাসভবন তো বটেই তাঁর শয়নকক্ষে ঢুকে তাঁর বিছানারও দখল নিলেন আন্দোলনকারীরা। এ সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে এক তরুণ আন্দোলনকারী হাসিনার বিছানায় জুতো পরে শুয়ে এক পা অন্য পায়ের উপর তুলে চিৎকার করছেন 'গণভবন আমাদের দখলে'। যে বিছানায় হয়তো কয়েক ঘণ্টা আগেই বিনিদ্র রাত কেটেছে বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার। সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঢাকার বাসভবন, গণভবন ছেড়ে 'নিরাপদ আশ্রয়ের' উদ্দেশে রওনা হন হাসিনা এবং তাঁর বোন। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গণভবনে চড়াও হন কয়েক হাজার মানুষ। চলতে থাকে যথেচ্ছ লুঠপাট। বহু সাধারণ মানুষ গণভবনে ঢুকে পড়ে। তাঁদের হাতে গণভবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রও দেখা যায়। গণভবনের ভিতর থেকে ঘাড়ে, কাঁধে, পিঠে নানা আসবাব সামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসার ছবি, ভিডিয়োও প্রকাশ্যে আসে। সেই রকমই একটি ভিডিয়ো ফেসবুকে প্রকাশ করেন বাংলাদেশের এক ছাত্র আন্দোলনকারী। ভিডিয়োর বিবরণে লেখা 'হাসিনার রুমে'। তাতে দেখা যাচ্ছে মাথায় বাংলাদেশের পতাকার ফেট্টি বাঁধা এক তরুণ পায়ে জুতো পরে উঠে পড়েছেন একটি পরিপাটি নীল চাদরে মোড়া বিছানায়। পায়ের উপর পা তুলে বিছানায় শুয়ে তিনি সোল্লাসে চিৎকার জানাচ্ছেন, তাঁরা গণভবনের দখল নিয়েছেন। আরও একটি ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে গণভবনের পাকশালে রান্না করা খাবারে দেদার ভোজ সারছেন আন্দোলনকারীদের একাংশ। তবে সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশের অনেকেই ওই ভিডিয়ো পোস্ট করে লিখেছেন, আন্দোলনকারীরা গণভবনের রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছেন। ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে থরে থরে ট্রে ভরে সাজানা রয়েছে ভাত, ডাল, মাংসের পাশাপাশি নানা পদ। ভিডিয়োয় দেখা যায় সেই খাবারে হামলে পড়েছেন কিছু তরুণ। তারিয়ে তারিয়ে মাংসের হাড় চিবোচ্ছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, আন্দোলনকারীরা গণভবনের সাঁতারের পুলে নেমে সাঁতারও কেটেছেন। যদিও তার কোনও প্রামাণ্য ভিডিয়ো বা ছবি প্রকাশ্যে আসেনি।

## ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে হাসিনা, দেখা করতে গেলেন ডোভাল। গাজিয়াবাদে হাসিনার সঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সূত্রের খবর, রাজনৈতিক আশ্রয়ের হাসিনার আবেদন খারিজ করেছে ব্রিটিশ সরকারের। ভারত থেকে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল শেখ হাসিনার। আপাতত কিছুদিন ভারতে থাকতে পারেন শেখ হাসিনা। কয়েকদিন ভারতে থাকলেও, চাননি রাজনৈতিক আশ্রয়, খবর সূত্রের।

## হিন্ডন এয়ারবেসে অবতরণ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** দিল্লি লাগোয়া গাজিয়াবাদের হিন্ডন এয়ারবেস বা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামল শেখ হাসিনার বিমান। একটি সূত্র মারফত এই খবর পাওয়া গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাননি। তাই তাঁর পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, ভারতে কিছুক্ষণের জন্য থেকে ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। গণবিক্ষোভের জেরে শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়াই নয়, বাংলাদেশও ছাড়তে হয়েছে শেখ হাসিনাকে। সোমবার দুপুরে বোন রেহানাকে নিয়ে ঢাকার বাসভবন তথা 'গণভবন' ছাড়েন তিনি। তাঁকে কপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশে। বাংলাদেশ বায়ুসেনার কপ্টারটি উড়িয়ে নিয়ে যান এয়ার কম্যান্ডার আব্বাস। বাংলাদেশে সেনার অধীনে অন্তর্বর্তী তদারকি সরকার গঠিত হচ্ছে। একটি সূত্রের দাবি, তার আগে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তরফে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে সময় বেঁধে দেওয়া হয় ইস্তফা দেওয়ার জন্য। ৪৫ মিনিট সময় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলে একটি সূত্রের দাবি। তবে অন্য একাধিক সূত্রের দাবি, পুরো বিষয়টিই হয়েছে সেনাবাহিনী এবং দিল্লির সঙ্গে আলোচনার সাপেক্ষে। তার পরেই হাসিনা ইস্তফা দিয়েছেন।

## উত্তেজনা ছড়াবেন না, আবেদন উদ্বিগ্ন মমতার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ৫ অগস্ট:** সরকার বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশ। পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার দুপুরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দেশে শান্তি ফেরানোর চেষ্টায় রয়েছে সেনা। এর মধ্যেই বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'শান্ত থাকুন। উস্কানিমূলক কথা ছড়াবেন না।' সোমবার বিধানসভায় থাকাকালীনই সমস্ত খবর পেয়েই মুখ্যসচিব বিপি গোপালিক ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের সঙ্গে আলোচনায় বসেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনা শেষে বেরোনোর সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'দেশে যে সরকার আছে তাদের উপর ছেড়ে দিন। আপনারা নিজেরা এমন কোনও মন্তব্য করবেন না যাতে কোনও হিংসা বা প্রতিরোধ শুরু হতে পারে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু সেটা নিয়ে এমন কিছু লিখবেন না বা বলবেন না যাতে বাংলা বা ভারতের শান্তি নষ্ট হয়। এটা আমার সবার কাছে অনুরোধ। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের বলছি, কারণ আপনারা ইতিমধ্যেই নানা কিছু পোস্ট করছেন। যে পোস্টগুলো করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। আমি আমাদের নেতাদেরও বলছি কেউ কোনও পোস্ট করবেন না।'

## হাই অ্যালার্ট জারি করল বিএসএফ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অশান্তির আগুন পড়শি দেশে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া সতর্কতা জারি করল বিএসএফ। সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এমনকী, কলকাতায় এসেছেন বিএসএফের ডিজি। ইতিমধ্যে চ্যাংড়াবান্ধা, পেট্রাপোল সীমান্তে বন্ধ দুদেশের বাণিজ্য। সবমিলিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে বিমান ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও। একই ছবি পেট্রাপোল সীমান্তেও। হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বাহিনী বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণে একাধিক জেলায় রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত মুড়ে ফেলা হয়েছে কড়া নিরাপত্তায়। পৌঁছে গিয়েছেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা। স্থল বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একই পরিস্থিতি দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে। থমথমে পরিস্থিতিতে বিএসএফের কড়া পাহারায় সিল করা হয়েছে সীমান্ত।

## আজ নজিরবিহীন ছবি দেখা গেল বিধানসভায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দিলেও বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে বিধানসভা চত্বরে আসেন অখিল গিরি। আবার বিধানসভায় সোমবার উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা সত্ত্বেও অখিল গিরির সঙ্গে দেখাই করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই দলের তরফ অখিল গিরিকে মহিলা বনাধিকারিকের কাছে নিঃস্বার্থ ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একইসঙ্গে তাঁকে মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও বলা হয়। সেই মতো সোমবার হোয়াটসঅ্যাপে মুখ্যসচিবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন বলেই দাবি অখিল গিরির। এর পর বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানান মন্ত্রী। কিন্তু সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। সূত্রের খবর, অখিল গিরির উপর এতটাই ক্ষুব্ধ তিনি যে দেখা করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এর পর আর বিধানসভার ভিতরে ঢোকেননি অখিল। সরাসরি তিনি বেরিয়ে যান। এরপর কি হয় সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিকমহল।

## অখিলের আর্জি খারিজ করলেন মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দিলেও বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে বিধানসভা চত্বরে আসেন অখিল গিরি। আবার বিধানসভায় সোমবার উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা সত্ত্বেও অখিল গিরির সঙ্গে দেখাই করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই দলের তরফ অখিল গিরিকে মহিলা বনাধিকারিকের কাছে নিঃস্বার্থ ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। একইসঙ্গে তাঁকে মন্ত্রিপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথাও বলা হয়। সেই মতো সোমবার হোয়াটসঅ্যাপে মুখ্যসচিবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন বলেই দাবি অখিল গিরির। এর পর বিধানসভায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানান মন্ত্রী। কিন্তু সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। সূত্রের খবর, অখিল গিরির উপর এতটাই ক্ষুব্ধ তিনি যে দেখা করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এর পর আর বিধানসভার ভিতরে ঢোকেননি অখিল। সরাসরি তিনি বেরিয়ে যান। এরপর কি হয় সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিকমহল।

## 'আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, প্রতিটি হত্যার বিচার হবে'

**ঢাকা, ৫ অগস্ট:** সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঢাকার বাসভবন ছেড়ে বোনকে নিয়ে কপ্টারে রওনা হন শেখ হাসিনা। তার আগে তাঁকে পদত্যাগের সময় বেঁধে দেয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। হাসিনা ইস্তফা দিয়েই দেশ ছাড়েন। হাসিনা ঢাকা ছাড়ার আগেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার আগে বাংলাদেশের বিশিষ্টজন এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনা প্রধান ওয়াকার উজ জামান। ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল। বাংলাদেশের জনতাকে সেনা প্রধান বলেন, 'আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।' বাংলাদেশের সেনা প্রধান বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দেশ চালাব'। প্রতিটি হত্যার বিচার হবে। তবে একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের জনতাকে বলেছেন হিংসা পরিহার করে সংযত হওয়ার এবং শান্তি বজায় রাখার। বাংলাদেশের জনতার উদ্দেশে সেনাপ্রধানের আর্জি, 'আপনারা শান্তি বজায় রাখুন। ভাঙচুর করবেন না। আমি নির্দেশ দিয়েছি পুলিশ বা সেনাবাহিনী গুলি চালাবে না।' বাংলাদেশের সেনাপ্রধান বলেন, 'আমরা এর আগে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিশিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে যাব। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর উপর আস্থা রাখুন। সশস্ত্র বাহিনীর উপর আস্থা রাখুন আমরা সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি।' বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং পুলিশকে গোলাগুলি না চালানোর আদেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। একইসঙ্গে বললেন, 'দেশে শান্তি ফিরে এলে কার্ফু এবং জরুরি অবস্থাও থাকবে না।' সেনাপ্রধানের কথায়, 'আমি নিশ্চিত, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে সব বিশৃঙ্খলা এখনও চলছে, তা আমার এই বক্তব্যের পর শান্ত হয়ে যাবে।'

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ritesh Chakraborty ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subal Chandra Chakraborty ও S Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Pinaki Chattopadhyay ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhurajati Chattopadhyay ও D. P. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩৯৪২ নং এফিডেভিট বলে Sbib Nath Chowdhary S/o. Bhuneshwar Chowdhary ও Shib Nath Chowury S/o. P. Chowury`সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪০০ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Lal Saha S/o. Gopal Chandra Saha ও Jayantalal Saha S/o. J. C. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।




## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ৬ ই আগস্ট, ২১ শে শ্রাবণ মঙ্গল বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

**বৃষ রাশি :** শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

**মিথুন রাশি :** পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

**কর্কট রাশি :** আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

**মকর রাশি :** এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি :** স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি :** সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ হিরোশিমা দিবস। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস)

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Raja Purkait ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopi Jiban Purkait ও G. Purkait সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪০ নং এফিডেভিট বলে Anjan Kumar Bhattacharjee S/o. Indra Kumar Bhattacharjee ও Anjan Kr Bhattacharjee S/o. I. K. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৫/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Sk. Sirajuddin S/o. Sk. Karim ও Sekh Sirajuddin S/o. Sk. A. Karim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৪২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Asgar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Akbar Ali ও Akba Lai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস**, চন্দননগর থানার চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের হরিদ্রাডাঙ্গা মেন রোড নামক স্ট্রীটে চন্দননগর মৌজায় (সিট নং ২) এল.আর. ৬০৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৪৭৮ নং দাগে শালি জমি ২ কাঠা ০৩ ছটাক ২২ বর্গফুট পরিমিত জমি হাটখোলা, পোঃ ও থানা – চন্দননগর, জেলা - হুগলী নিবাসী **শ্রী শেখর নন্দন** মহাশয়ের নিকট হইতে ২০১৫ সালে ডি.এস.আর.(২), হুগলী অফিস হইতে ৭৯ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। যদি উক্ত খরিদা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি/অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০(দশ) দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। অন্যথায় কোন আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না ।

ইতি – **শ্রী নিমাই চন্দ্র পাল(এ্যাডভোকেট)**
হুগলী জর্জ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী,
ফোন নং- ৯৯০৩১১২৮৮৬

**From : The Court of Sri Yogesh Kumar Addl. Principal Judge, Addl. Family Court - 1 East Singhbhum, at Jamshedpur**

**Original Mat Suit No. 89/2024**

**Hemanta Das** ...Applicant.
**- Versus -**
**Lopa Das** ... Respondent

**"COURT NOTICE"**

**To,**
**Lopa Das Wife of Hemanta Das**
D/o. Ajit Chandra Das
R/o. Shankha Oil Mills, Nasser Avenue, R. I. P. Plot, Opposite Saha H. P. Gas Distributors, Durgapur - 713212, District - Burdwan, West Bengal.

You are hereby inform that the applicant Hemanta Das S/o. Deb Narayan Das, Resident of H. No. 70, East Bengal Colony, P. S. Sitaramdera, P. O. Agrico, Jamshedpur - 831009, District - East Singhbhum, Jharkhand, has filed a case against you u/s 22 Spl. M. Act. for restitution of conjugal rights.

You hereby informed to appear before this court on 03.09.2024 10.30 A.M. personally or through Lawyer otherwise the case will be heard in your absence.

**Sd/-**
**(Sri Yogesh Kumar)**
Addl. Principal Judge Family Court - 1, East Singhbhum at Jamshedpur

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রীমতী অনুরাধা সিংহ রায়** স্বামী – ডঃ অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় পিতা জলধর সিংহ রায় সাকিম – ৭/১এ, ডঃ এ. এন. পাল লেন, বালী, পোঃ ও থানা বালী, জেলা হাওড়া, পিন 711201, বিগত ইং- 05/07/2023 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর- I, অফিসে I-6240/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ রায়** স্বামী- রমেন্দ্র নারায়ন সিংহ সাকিম- 34/B/1, জাস্টিস এম এন বোস লেন, পোঃ কোন্নগড়, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন 712235, **২) শ্রীমতী মালবিকা সিংহ রায়** স্বামী- স্বপন সিংহ রায় সাকিম দ্বারপাড়া, পোঃ পাঁচপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী-712501, **৩) শ্রীমতী চৈতালি সিংহ রায়** স্বামী- শ্রী অভিজিৎ সিংহ রায় সাকিম জাঙ্গিপাড়া, পোঃ বিষ্ণুপুর, থানা জাঙ্গিপাড়া, জেলা হুগলী, পিন 712404, **৪)শ্রীমতী স্মৃতিকনা রায়** স্বামী- শ্রী মানস কুমার রায় সাকিম বি. বি. 10/10, রবীন্দ্রপল্লী, পোঃ গোপালপুর, থানা রাজহাট, জেলা উঃ ২৪ পরগনা, পিন 700059)- ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 05/03/2024 রেজিস্ট্রিকৃত I-2589/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী লালু মুদি** পিতা- গোপাল মুদি সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করি।

**তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা কাগনান, জে.এল.- 37, হাল এল. আর 1053 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 886 দাগে শালি জমি 5 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী লালু মুদি পিতা গোপাল মুদি উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-
**শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ রায়**
**মালবিকা সিংহ রায়**
**শ্রীমতী চৈতালি সিংহ রায়**
**শ্রীমতী স্মৃতিকনা রায়**
আমমোক্তারগণ

## বিজ্ঞপ্তি

**শ্রী চৈতন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক- এর পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন - ২০২৪**

**খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

**তাং ০৬/০৮/২০২৪**

সমবায় সমিতি সমুহের সহ-নিয়ামক, নদীয়া রেঞ্জ তথা নদীয়া জেলার সমবায় সমিতি সমুহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার এর আদেশ নং 1664 তাং ০১/১২/২০২৩ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমরা ১. শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী (C.D.O) ও ২. শ্রী রমেন সরকার (C.I). নবদ্বীপ উন্নয়ন ব্লক, এতদ্বারা শ্রী চৈতন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক- এর সকল সদস্য/ সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে ব্যাঙ্কের পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচনের উদ্দেশে খসড়া নির্বাচক তালিকা আজ, ০৬/০৮/২০২৪ তারিখে উক্ত ব্যাঙ্ক -এর নিবন্ধিত অফিসে প্রকাশিত হল। উক্ত নির্বাচন তালিকা প্রকাশিত তথ্যের উপরে সংযোজন, সংশোধন, কিংবা বিয়োজন সম্পর্কে কোনো সদস্যের কোনো দাবী অথবা আপত্তি থাকিলে তা লিখিত ভাবে আগামী ১২/০৮/২০২৪ তারিখ হইতে ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১-০০ টা হইতে দুপুর ২-০০ টোর মধ্যে ব্যাঙ্কের ভার প্রাপ্ত অফিসার শ্রী কেশব চন্দ্র কুন্ডু মহাশয়ের নিকট জমা দিতে পারেন যার উপরে আগামী ১৭/০৮/২০২৪ তারিখে সকাল ১১-০০ টা হইতে দুপুর ২-০০ টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক- এর অফিসে শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে। শুনানীর সময় লিখিত প্রমান পত্র সহ আবেদন কারীকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুনানীর পর চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা ১৯/০৮/২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

**R.O**
**শ্রী রমেন সরকার, C. I**
**নবদ্বীপ ব্লক**

**A.R.O**
**শ্রী অমল কৃষ্ণ অধিকারী C.D.O**
**(সমবায় অধিকার,নদীয়া রেঞ্জ)**

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ খামারু** পিতা – ৺নন্দলাল খামারু সাকিম- জগন্নাথবাটী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২, বিগত ইং- 28/04/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে I-3741/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মনিন্দ্রনাথ খামারু** পিতা- ৺নন্দলাল খামারু সাকিম জগন্নাথবাটী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 03/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7333/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা- রবি ঘোষ সাকিম লেলিননগর, পোঃ চুঁচুড়া, আর.এস, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-712102 মহাশয়কে 1 কাঠা 10 ছটাক 04 বর্গফুট বিক্রয় করি।

**তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে.এল. নং - সাবেক 178 হাল 76, হাল এল. আর 314 নং খতিয়ানে, আর. এস. তথা এল. আর. 886 নং দাগে কলাবাগান 47 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 1 কাঠা 10 ছটাক 04 বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা- রবি ঘোষ নিজ খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী মনিন্দ্রনাথ খামারু**
আমমোক্তার

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

আমার মক্কেল **সিতারা খাতুন**, পিতা- আব্দুল হক, সাং ইসলামপাড়া শংখনগর, পো: বাঁশবেড়িয়া, থানা মগরা, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১৯/৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৮৩ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১। **সেখ মহম্মদ জাকির হোসেন, ২। মহম্মদ নাসির হোসেন, ৩। সেখ মহম্মদ রাজিব, ৪। সামিমা খাতুন, ৫। রুকসানা বেগম ওরফে রুকসানা বেগম লস্কর, ৬। রেশমা বিবি**, এদের সকলের পক্ষে গত ৩১।৩।২২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৩৭২ নং আমমোক্তার নামা বলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার **ফতেমা খাতুন**, পিতা- সেখ সরিফুল হক মহাশয়ার নিকট হইতে জেলা- হুগলী, থানা- মগরার অধীন জে.এল. নং ৫২ চক বাঁশবেড়িয়া মৌজায় হাল ৭২ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৫৭০ নং দাগে শালি জমি ০৩ কাঠা ক্রয় করিয়া হাল সেটেলমেন্টে তাহার নিজ নামে পওন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এক্ষনে উক্ত নাম পত্তন বিষয়ে উক্ত আমমোক্তার দাতা, বিক্রেতাগণ অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ এক মাস সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. চুঁচুড়া মগরা ব্লক অফিস ব্যান্ডেল লিচু বাগান- এ আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকরী হইবে ।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী সুব্রত দাস** পিতা – শ্রী গোপীনাথ দাস সাকিম- মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২, বিগত ইং- 24/08/2021 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে I-6382/2021 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী সুরজিৎ দাস** পিতা- শ্রী গোপীনাথ দাস সাকিম মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 03/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7334/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী চম্পা সিং** স্বামী- শ্রী মোহন সিং সাকিম চ্যাটার্জী বাগান লাইন ধার, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন- 712102 মহাশয়াকে 1 কাঠা 9 ছটাক বা 0.0258 একর বিক্রয় করি।

**তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে.এল. নং - সাবেক 178 হাল 76, হাল এল. আর 655 নং খতিয়ানে, আর. এস. তথা এল. আর. 783 নং দাগে পোলট্রী ষোল আনায় 55 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 1 কাঠা 9 ছটাক বা 0.0258 একর, বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতা শ্রীমতী চম্পা সিং স্বামী শ্রী মোহন সিং নিজ খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী সুরজিৎ দাস**
আমমোক্তার

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ খামারু** পিতা – ৺নন্দলাল খামারু সাকিম- জগন্নাথবাটী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২, বিগত ইং- 28/04/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে I-3741/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মনিন্দ্রনাথ খামারু** পিতা- ৺নন্দলাল খামারু সাকিম জগন্নাথবাটী, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা – হুগলী, পিন-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি 03/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7335/2024 নং দলিল মূলে **১)শ্রী রাজা বড়াই ২) শ্রী বিশ্বনাথ বড়াই** উভয়ের পিতা রামচন্দ্র বড়াই উভয়ের সুকান্তনগর, পোঃ রবীন্দ্রনগর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন- 712103 মহাশয়দ্বয়কে 2 কাঠা 8 ছটাক 11 বর্গফুট বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মহেশপুর, জে.এল. নং - সাবেক 178 হাল 76, হাল এল. আর 314 নং খতিয়ানে, আর. এস. তথা এল. আর. 886 নং দাগে কলাবাগান 47 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে 2 কাঠা 8 ছটাক 11 বর্গফুট বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতাদ্বয় শ্রী রাজা বড়াই ২) শ্রী বিশ্বনাথ বড়াই নিজ খরিদা সম্পিত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী মনিন্দ্রনাথ খামারু**
আমমোক্তার

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

আমার মক্কেল **পূর্ণ চন্দ্র সাহা ওরফে পূর্ণ সাহা**, পিতা- মৃত চন্দ্রকান্ত সাহা মহাশয়ের পিতা ৺দেবেন্দ্র নাথ সাহা ওরফে দেবেন্দ্র চন্দ্র সাহা মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯৫৭ সালে ৫৩নং বাঁশবেড়িয়া মৌজার সাবেক ৯০৯ নং খতিয়ান সাবেক ১৮৭৩ নং দাগে ৩।।, সাড়ে তিন কাঠা অর্থাৎ ০.০৫৮ সহস্রাংশ বাস্তু সম্পত্তি ক্রয় করেন। উল্লেখ থাকে যে উক্ত সম্পত্তির পূর্ব্বস্বত্ত্বাধিকারীনি **শ্রীমতী থাকরানী দাসী** স্বামী- বৈদ্যনাথ শেঠ তাহার স্বামী বৈদ্যনাথ শেঠ স্ত্রী থাকরানী দাসীর আমমোক্তার নামা বলে তাহার পক্ষে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় দলিলে স্বাক্ষর সম্পাদন করিয়াছিলেন। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তিতে আমার মক্কেলের পিতা চন্দ্রকান্ত সাহা মহাশয় উক্ত সম্পত্তিতে ভোগ দখলকার থাকাকালিন পরলোক গমন করিলে পর আমার মক্কেল এবং তাহার অপরাপর শরিকগন ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া গত ইং ২৫।৪।২০১৪ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২৪৬ নং বন্টননামা দলিল মূলে আপোষে বিভাগ বন্টন করিয়া লয়েন। প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল উক্ত পূর্ণ চন্দ্র সাহা ওরফে পূর্ণ সাহা মহাশয় দ্বিতীয়পক্ষ হিসাবে যোগদান করিয়া উক্ত সম্মত্তির মধ্যে ০.০২৪ একর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজ নামে নাম পওন করিবার জন্য স্থানীয় সেটেলমেন্টে আবেদন করিয়াছেন।

এক্ষনে উক্ত বিষয়ে নামপত্তন কালে উক্ত আমমোক্তার দাতা অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. ব্যান্ডেল লিচু বাগান দপ্তরে আসিয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকরী হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **রেখা সরদার**, স্বামী-হাবুল সরদার, সাং-তারারাট, পোঃ ধামুয়া, থানা- মগরাহাট, পিন- ৭৪৩৬১০, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **মৌজা-ধামুয়া ও থানা- মগরাহাট**, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৯৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং **৪৫২৮**, জমির শ্রেনী- ডোবা, জমির পরিমান ১০ শতকের মধ্যে ০.২৫ শতক, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৪৫৩৪, জমির শ্রেনী- **পুকুর**, জমির পরিমান ১৮ শতকের মধ্যে **০.৩৮ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৪৫৪৫**, জমির শ্রেনী-**শালি**, জমির পরিমান ০৮ শতকের মধ্যে **২.৬৬ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৪৫৪৭**, জমির শ্রেনী- **শালি**, জমির পরিমান ০৫ শতকের মধ্যে **১.৬৭ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৪৫৫৩**, জমির শ্রেনী-**বাস্তু** জমির পরিমান ৭৭ শতকের মধ্যে **৯.৬৭ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৪৫১৪/৫৬৯২**, জমির শ্রেনী- **ডাঙ্গা**, জমির পরিমান ০৫ শতকের মধ্যে **১.৬৬ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৪৫৩৪/৫৭১৪**, জমির শ্রেনী- **পুকুরপার**, জমির পরিমান ১০ শতকের মধ্যে **০.৩৩ শতক**, এল.আর. দাগ নং **৭৪১৪**, জমির শ্রেনী- **বাস্তু**, জমির পরিমান ৩৩ শতকের মধ্যে **১.৩৮ শতক** জমিজমা আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে স্বামী হাবুল সরদার এর হইতে দানপত্র মূলে প্রাপ্ত হয়েন, যাহার রেজিষ্ট্রী অফিস এ.ডি.এস.আর. মগরাহাট, যাহার নং- ০৫১২৯, ভল্যুম নং ১৬২২/২০২৪, পৃষ্ঠা-১০৫৩৫ হইতে ১০৫৫৬ নং পাতায় নকলীকৃত। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত জমিজমার আর কোনো দাবিদার নেই।

**মনিকা সরদার**
**সিভিল বার লাইব্রেরী**
**বারাসাত জাজেস কোর্ট, কোল- ৭০০১২৪**
**মোঃ ৯১২৩৯২৪৩৭৯**

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী রাহুল সিংহ রায়**, পিতা- তাপস সিংহ রায় সাকিম গ্রাম ও পোঃ মাকালপুর, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন 712305 বিগত ইং- 11/02/2023 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, অফিসে I-2020/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(শ্রীমত্যা বিশালক্ষী সিংহ রায়** স্বামী তাপস সিংহ রায় সাকিম- গ্রাম ও পোঃ মাকালপুর, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন 712305)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ও নিজ অংশ বলে আমি হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 19/06/2024 তারিখ রেজিস্ট্রিকৃত I-6465/2024 নং দলিল মূলে **(১)শ্রীমতী মৌমিতা সিংহ রায়** স্বামী- অঞ্জন সিংহ রায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়াকে **(২) শ্রী জীবন মুদি** পিতা- গোপাল মুদি সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়কে **(৩) শ্রী লালু মুদি** পিতা- গোপাল মুদি সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করি।

**তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, জে.এল.- 39, হাল এল. আর 68 খতিয়ানে, সাবেক 45 ও হাল 20 দাগে শালি জমি 7.57 শতক, সাবেক 11 ও হাল 13 দাগে শালি জমি 2.2142 শতক, মৌজা কাগনান, জে.এল.- 37, হাল এল. আর 1059 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 886 দাগে শালি জমি 2.21 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, 1)শ্রীমতী মৌমিতা সিংহ রায় স্বামী- অঞ্জন সিংহ রায়, 2)শ্রী জীবন মুদি পিতা- গোপাল মুদি ও ৩) শ্রী লালু মুদি পিতা- গোপাল মুদি তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রীমত্যা বিশালক্ষী সিংহ রায়**
আমমোক্তার

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

আমার মক্কেল **সুবীর কুমার দত্ত**, পিতা - ৺মুরারী মোহন দত্ত, এর মাতা শ্রীমতী শোভারানী দত্ত, স্বামী মুরারী মোহন দত্ত, সাং দক্ষিনায়ন পো: চুঁচুড়া আর.এস. থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী মহাশয়া বিগত ইং ৩০/১১/১৯৯৯ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ৪৬৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শিশির কুমার ভড়, শ্রী সুব্রত ভড়** গনের পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার **শ্রী সুকুমার সাঁতরা**, পিতা- ৺শম্ভুচরণ সাঁতরা মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়ার সামিল ১নং কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জে.এল. নং ১৬ সিমলা মৌজায় হাল এল.আর. ২২৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ২৪২৯ নং দাগে তথা হাল ৩৫৯২ নং দাগে বাগান জমি ২ কাঠা ৭ ছটাক ১১ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়া মালিকানা ভোগ দখলকার থাকা অবস্থায় পরলোক গমন করায় আমার মক্কেল **সুবীর কুমার দত্ত** ঐ সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করিবার জন্য স্থানীয় সেটেলমেন্টে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয় আমমোক্তার দাতা বা বিক্রেতাগন অথবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. চুঁচুড়া মগরা ব্লক, ব্যান্ডেল নিচু বাগান অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকর হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত,চুঁচুড়া, হুগলী

## ।। বিজ্ঞপ্তি ।।

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রীমতী অনুরাধা সিংহ রায়** স্বামী – ডঃ অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় পিতা জলধর সিংহ রায় সাকিম – ৭/১এ, ডঃ এ. এন. পাল লেন, বালী, পোঃ ও থানা বালী, জেলা হাওড়া, পিন 711201, বিগত ইং- 31/01/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর- I, অফিসে I-906/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ রায়** স্বামী- রমেন্দ্র নারায়ন সিংহ সাকিম- 34/B/1, জাস্টিস এম এন বোস লেন, পোঃ কোন্নগড়, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী, পিন 712235, **২) মালবিকা সিংহ রায়** স্বামী- স্বপন সিংহ রায় সাকিম দ্বারপাড়া, পোঃ পাঁচপাড়া, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী-712501)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা (১) হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 05/03/2024 রেজিস্ট্রিকৃত I-2590/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী মৌমিতা সিংহ রায়** স্বামী- অঞ্জন সিংহ রায়, পিতা তুষার কান্তি সিংহ রায় সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়াকে (২) হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 05/03/2024 রেজিস্ট্রিকৃত I-2588/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী জীবন মুদি** পিতা- গোপাল মুদি সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয়কে (৩) হুগলী এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, অফিসে 05/03/2024 রেজিস্ট্রিকৃত I-2577/2024 নং দলিল মূলে **ভরসা বানিজ্য প্রাঃ লিঃ পক্ষে শ্রী সুদীপ মল্লিক, ডাইরেক্টর,** সাকিম উত্তর নওদাপাড়া রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

**তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, জে.এল.- 39, হাল এল. আর 68 খতিয়ানে, সাবেক 45 ও হাল 20 দাগে শালি জমি 15.14 শতক, সাবেক 11 ও হাল 13 দাগে শালি জমি 4.42 শতক, সাবেক 532/815 ও হাল 247 দাগে শুনা জমি 1.28 শতক, মৌজা হাসনান, জে.এল.- 49, হাল এল. আর 1321 খতিয়ানে, সাবেক 804 ও হাল 1213 দাগে শালি জমি 05 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, 1)শ্রীমতী মৌমিতা সিংহ রায় স্বামী- অঞ্জন সিংহ রায়, 2)শ্রী জীবন মুদি পিতা- গোপাল মুদি ও 3)ভরসা বানিজ্য প্রাঃ লিঃ পক্ষে শ্রী সুদীপ মল্লিক, ডাইরেক্টর, তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-
**শ্রীমতী অঞ্জনা সিংহ রায়**
**মালবিকা সিংহ রায়**
আমমোক্তারদ্বয়

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
**ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

# কলকাতা মেট্রো যাত্রীসেবায় এবার ডালিয়ান রেক



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতা মেট্রোতে ৫ অগাস্ট যাত্রীদের পরিষেবার ডালিয়ান রেক নামে পরিচিত এমআর-৫১৩ রেক চালু করল। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই নতুন রেক এমআর-৫১৩ বেলা ১২টা ০৬ মিনিটে দমদম স্টেশন থেকে তার প্রথম রান শুরু করে। এটি বেলা ১২টা বেজে ৫৫মিনিটে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে পৌঁছেছিল। আবার এটি বেলা ১টায় কবি সুভাষ থেকে যাত্রা শুরু করে এবং ১টা বেজে ৪৯ মিনিটে টায় দমদম স্টেশনে পৌঁছায়। মেট্রো রেল নেটওয়ার্কের যাত্রীদের জন্য আরাম এবং যাত্রার আনন্দ বাড়ানোর জন্য এই রেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিতে পূর্ণ। এখন যে এসি রেকগুলি কলকাতা মেট্রোতে রয়েছে তার তুলনায় এই ধরনের রেকের দরজা ১০০ মিমি বেশি চওড়া। মেট্রো রেলের যাত্রীদের আরামের জন্য আসন ক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দ হ্রাসের বৈশিষ্ট্য এবং চোখের আরামদায়ক আলোকসজ্জা রয়েছে।

এই রেকগুলির প্রশস্ত দরজা বিশেষত ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের সহজে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধা দেবে বলে মনে করে কলকাতা মেট্রো। এই রেকগুলির বর্ধিত বৈশিষ্ট্যগুলিও ঝাঁকুনি-মুক্ত যাত্রার সুযোগ করে দেবে। কোচের ভিতরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবিউল, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও বেশি আসনের ব্যবস্থা সহ বসার ক্ষমতা বৃদ্ধি এই রেকগুলির কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়াও নান্দনিকভাবে নকশাকৃত অভ্যন্তর, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এসি, বাইরের নির্দেশক ল্যাম্প সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহু রঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, ইউনিফর্ম আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং ডোর সাইড হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি এই রেকগুলিকে কলকাতা মেট্রোতে অনন্য করে তুলেছে। এই রেকগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে বৃষ্টির জলের চ্যানেল, রঙ-মুক্ত স্টেইনলেস স্টিলের বডি, সাইড স্টপার সহ উন্নত ডোর চ্যানেল এবং উন্নত শক্তি খরচ যা আরও পরিবেশ বান্ধব হবে। এই রেকগুলিতে কিছু বর্ধিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যেমন ডিস্ক ব্রেক ব্যবস্থা, স্ট্র্যাপ সহ নিয়ন্ত্রিত ডিসচার্জ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, প্রশস্ত দরজা এবং অ্যান্টি-স্কিড রাবার মেঝে সহ নির্বাসন র‍্যাম্প। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।




*শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উপস্থাপনায় রবিবার কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল-এ এক বর্ণময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট পরিচালক প্রভাত রায়কে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' এর বিশেষ সম্মান প্রদান করা হল। এই বিশেষ সম্মান প্রদান করার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহার সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী ও বলিউড অভিনেতা সচিন।*

# ওশিয়ার কিয়স্ক উদ্বোধনে নুসরত জাহান




নিজস্ব প্রতিবেদন: বিখ্যাত প্রসাধনী সংস্থা ওশিয়ার কিয়স্ক উদ্বোধনে এসেছিলেন প্রাক্তন সাংসদ নুসরাত জাহান। সেখানে নিজের উজ্জ্বল ত্বকের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, 'আমি ঘরোয়া টোটকাই বেশি ব্যবহার করি, তাছাড়া ওশিয়ার বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করেও উপকার পেয়েছি।' তিনি এও জানান,'যে চারিদিকে বাড়তে থাকা দূষণ হোক বা শুটিং এর চড়া আলো আর মেকআপ নিয়ে ত্বককে সতেজ রাখতে গেলে নিয়মিত যত্ন দরকার।' এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ জল খাওয়াও নিয়মিত শরীর চর্চাওখুব জরুরি। ওশিয়ার এম.ডি শ্রী জিতেন্দ্র কুন্ডলিয়া জানান, 'আমরা উচ্চ-মানের, পরিবেশ-বান্ধবপ্রসাধনী প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা আমাদের গ্রাহকদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ অগস্ট ২০২৪ ২১ শ্রাবণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

# ১ কোটি শরণার্থীর জন্য তৈরি থাকুক বাংলা, বার্তা শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কোটা আন্দোলনে নতুন করে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। মাত্র দু'দিনে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, বাংলাদেশ থেকে এক কোটি শরণার্থী আসছেন। তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে যাতে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেন, সেই আবেদনও জানান শুভেন্দু।

গত রবিবার থেকে নতুন করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। মৃতের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে দু'দিনেই। দেশ জুড়ে জারি হয়েছে কার্ফু। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। একের পর এক জেলায় ছড়িয়েছে হিংসা। এই পরিস্থিতিতেই শরণার্থী আসছে বলে উল্লেখ করলেন শুভেন্দু। এই প্রসঙ্গে সিএএ-র কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

এদিকে সোমবার বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখে মুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আপনারা তৈরি থাকুন। আমি তো তৈরি আছি। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে বলব, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন।'

এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দু উল্লেখ করেন, সিএএ-তে পরিষ্কার বলা আছে, ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে কেউ এলে, তাঁকে আশ্রয় দিতে হবে। তাঁর দাবি, তিনদিনের মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে, এক কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যার যেখানে জায়গা আছে, হিন্দু ভাইদের রাখার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

# ঢাকার রাস্তার বিজয়োল্লাসের আঁচ কলকাতাতেও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ঢাকার রাস্তায় এখন বিজয়োল্লাস। আর সেই বিজয়োল্লাসের আঁচ পড়ল কলকাতাতেও। কলকাতার মারকুইস স্ট্রিটে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকরা নামলেন পথে। শুধু পথে নামাই নয়, তাঁরা মাতেন উৎসবের মেজাজে। সোমবার একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে চলে উৎসব পালন। কলকাতায় থাকা এক বাসিন্দাকে বাংলাদেশের গাজিপুরের এক বাসিন্দা জানান, 'শেখ হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের মুখে পড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। সরকারের যে জুলুম-অত্যাচারে একের পর এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। ছাত্র সমাজকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু ছাত্র সমাজও ভয় পায় না। আজ সকলে অনেক খুশি।'

আরও এক যুবক বলেন, 'বাংলাদেশে মৌলিক অধিকারগুলোর কোনও নিশ্চয়তা নেই। শেখ হাসিনার বিচার চাই।' এমনই সব স্লোগান শোনা যাচ্ছে কলকাতায় আন্দোলনরত বাংলাদেশিদের গলায়।

এদিকে, দিল্লিমুখী শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করার কথা জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। দেশবাসীকে ভাঙচুর, মারামারি, সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সেনাপ্রধান ওয়াকার উজ জামান বলেন, 'সংঘাতের মাধ্যমে আর নতুন কিছু আমরা পাব না। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে। প্রতিটি অন্যায়ের বিচার হবে।' দেশের পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। এদিকে সমস্যায় কলকাতায় বিভিন্ন কারণে আসা বাংলাদেশি নাগরিকেরা। এই অবস্থায় তাঁরা না পারছেন দেশে ফিরতে, না পারছেন মন থেকে শান্তিতে থাকতে। পরিবারের চিন্তা, উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁদের।

# ফের বিক্ষুব্ধ বিজেপির বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা, বিধানসভায় দলের উপর ক্ষোভ প্রকাশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিতে চেয়ে নিজের দলেরই বাধায় বলতে পারলেন না কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। তার জেরে নিজের দলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিষ্ণু। এরপর বিধানসভার অলিন্দে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বিস্ফোরক দাবি করেন, যা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির মুখ পোড়াবার জন্য যথেষ্ট। তিনি জানিয়েছেন, 'আমাকে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রস্তাব সংক্রান্ত বিষয়ে বলতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের বিধায়কেরা নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছে, অথচ আমার নিজের দল আমাকে বলতে দিল না। যারা কোনওদিন বিধানসভায় আসে না তাঁদের নিয়ে এসে ভাষণ দেওয়ানো হল। কিন্তু আমি ওদের বিরুদ্ধে বলব বলে বলতে দেওয়া হয়নি। সব সময় বিজেপি বঙ্গভঙ্গের কথা বলে, কিন্তু বিধানসভায় উল্টো কথা বলে। বিজেপি ভুল বোঝাচ্ছে মানুষকে।' বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা এদিন আরও দাবি করেন, '২০২১-এ একেবারে মিথ্যে বুঝিয়ে আমাকে বিজেপিতে আনা হয়েছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে বই লিখছি।'

প্রসঙ্গত, এদিন রাজ্য বিধানসভায় বাংলা ভাগ বিরোধী প্রস্তাবটি বিধানসভায় পেশ করেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। নাম না করে তিনি আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। প্রস্তাব নিয়ে বিজেপির তরফে প্রথম বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের বিধায়ক বুধিরাই টুডু। বিধানসভায় তিনি জানান, 'সুকান্তের মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। সুকান্ত বাংলা ভাগের কথা বলেননি।' শাসকদলের তরফে দ্বিতীয় বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। বাংলা ভাগে উস্কানি দেওয়ার জন্য তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। বিজেপি বাংলা ভাগে প্ররোচনা দিচ্ছে, এমনটা দাবি করে বেশ কয়েকটি উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য জিতে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে উত্তরবঙ্গের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। যা থেকেই নতুন করে বাংলা ভাগ সংক্রান্ত বিতর্কের সূত্রপাত। এই সময় উদয়ন গুহ বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার নাম না করেই তাঁকে গ্যোল্যান্ড নিয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বলেন। কেননা বিষ্ণু প্রকাশ্যেই সুকান্তের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন। উদয়নের সেই বক্তব্যের জেরেই এদিন বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় যোগ দিতে চান। কিন্তু বাংলা ভাগ নিয়ে তাঁকে কিছু বলার অনুমতি দেয়নি বিজেপি পরিষদীয় দল। এরপরেই রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিষ্ণু। শাসকদলের বিরুদ্ধেও তাঁকে কথা বলতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন বিষ্ণু। যদিও তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারে লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে বিবাদ বাঁধে বিষ্ণুর। সেই সময় ফের রাজুর প্রার্থী হওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বিষ্ণু। এমনকি তিনি এটাও জানিয়েছিলেন, রাজু বিস্তাকে ফের বিজেপির তরফে দার্জিলিং থেকে প্রার্থী করা হলে তিনি নিজে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়াই করবেন। সেই দাবিকে বাস্তব রূপ দিয়ে তিনি রাজুর বিরুদ্ধে ভোটেও দাঁড়ান। কিন্তু রাজু এবারেও জিতে যান ভোটে। আর তারপর থেকেই বঙ্গ বিজেপিতে একঘরে হয়ে যান বিষ্ণু।

# নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডির ভূমিকায় ফের প্রশ্ন আদালতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টেও। তবে তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের গতি নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠছে আদালতে। ফের সেই প্রশ্ন আবারও উঠল সোমবার। আর তাতে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার অভিযুক্তদের বিষয়ে ইডির ভূমিকা প্রশ্নের মুখে।

কারণ, বারবার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করায় মানিক ভট্টাচার্যের জামিন মামলায় বিরক্ত হাইকোর্ট। সোমবার বিকাল ৩টেয় এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। ইডির বক্তব্য জানানোর কথা ছিল। কিন্তু ইডির তরফে আবেদন করা হয় মামলা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। সিনিয়র কাউন্সিল ফিরোজ এডুলজি শহরে নেই বলে জানানো হয়। আর তাতেই বিরক্ত আদালত।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানান, এমন মামলায় বারবার যদি দিন পিছিয়ে দিতে হয় তাহলে মুশকিল। এর আগেও ইডি সময় নিয়েছে। আগামী ১২ অগাস্ট বেলা সাড়ে ৩ টায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। তবে বিচারপতির সতর্কবার্তা, কোনওভাবে যেন শুনানির পরবর্তী দিন পিছনোর আবেদন না করা হয়।

# শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, চিকিৎসক-সহ ১৫৪টি শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে ১২৫টি শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সব শূন্যপদেই ইঞ্জিনিয়ার নেওয়া হবে। এদিন সেই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। কলকাতা পুরসভা এলাকায় রাস্তা সারাই, জমা জল নিষ্কাশন-সহ বিভিন্ন পরিষেবা আরও ভালভাবে দেওয়ার জন্য এই শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

পাশাপাশি বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি হাই মাদ্রাসাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নিত করা হয়েছে। তাই শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে ১৫ জনকে মাদ্রাসায় নেওয়া হবে। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে আরও বড় ও উন্নত করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য চিকিৎসক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৪ জনকে নেওয়া হবে।

# রাতের অন্ধকারে হকার উচ্ছেদ ভাটপাড়ায়, এবার মমতার চলে যাবার পালা: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** এবার রাতের অন্ধকারে বুলডোজার চালানোর অভিযোগ উঠল ভাটপাড়ায়। রবিবার রাত ১১ টার পর থেকে ভাটপাড়া মোড় সন্নিহিত থেকে ঘোষপাড়া রোডের ধারে থাকা সমস্ত দোকানপাট জেসিবি মেশিন দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। ভাটপাড়া থানার পুলিশ, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের উপস্থিতিতে এদিন জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, উচ্ছেদ রুখতে কেউই প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা উচ্ছেদ দেখলেন। উচ্ছেদ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল দলটাই চোর। চোররা যেমন রাতের অন্ধকারে চুরি করতে বেরোয়। ঠিক তেমনি গভীর রাতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভা বুলডোজার চালিয়ে দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।' তাঁর দাবি, শাসকদল উচ্ছেদ নিয়ে ভাটপাড়ায় যা কান্ড ঘটালো, তাতে রাজনৈতিকগতভাবে ওদের ব্যাপক ক্ষতি হল।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে বিজেপি ১৭ হাজার ভোটে জিতেছে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভাটপাড়া থেকে বিজেপি ৩৪ হাজার ভোটের বেশি ব্যবধানে জিতবে বলে আশাবাদী প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর বক্তব্য, 'উচ্ছেদে কমপক্ষে ৫ হাজার পরিবার রুটিরুজি হারালেন। সামনেই পুজোর মরসুম। গণেশ পুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো, ছট পুজো সবই এখানে ধুমধাম করে হয়। পুজোতে দু'পয়সা বেশি উপার্জনের আশায় ওরা মুখিয়ে থাকেন। কিন্তু পুজোর আগেই ওদের পেটে লাথি মারা হল।' অর্জুনের কটাক্ষ, প্রতিবাদের ভয়ে দিনের বেলা উচ্ছেদ করার সাহস ওদের নেই। তাই রাতের অন্ধকারে উচ্ছেদ করা হল। যাতে কেউ প্রতিবাদ করতে না পারে। তাঁর দাবি, পুরসভাকে সামনে রেখে তৃণমূল লুঠপাট চালাচ্ছে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'এমারজেন্সির সময়ে একবার উচ্ছেদ করা হয়েছিল। বাম আমলে নেপাল দেব ভট্টাচার্য কলকাতায় দোকানপাট তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বামেদের চলে যেতে হয়েছে। এবার মমতার চলে যাবার পালা এসেছে।' ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'এখানে কোনও ভাঙচুর কিংবা উচ্ছেদ করা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফুটপাথের দোকানদারেরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছেন। কিন্তু থেকে যাওয়া দোকানের কাঠামো ভাঙতে ওদের খরচা হত। সেদিকে নজর রেখে পুরসভা নির্মাণগুলো ভেঙে দিল মাত্র।' তাঁর দাবি, যানবাহন চলাচলে যাতে অসুবিধা না হয়। সেদিকে খেয়াল রেখে রাতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। পুনর্বাসন নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধানের বক্তব্য, 'আশা ভরসার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হকারদের নিয়ে নিশ্চয়ই ওনার কোনও পরিকল্পনা আছে।'

# কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** গঙ্গায় স্নান করতে নেমে নিখোঁজ এক যুবক। সোমবার সকালে মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুর হাঁড়িপুকুর এলাকার বাসিন্দা করন সাউ বন্ধুদের সঙ্গে কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল। সেইসময় গঙ্গায় তীব্র জোয়ার ছিল। বন্ধুরা ঘাটের রেলিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ঝাঁপ মেরে স্নান করেছিল। বন্ধুদের দেখে সাঁতার না জানা ১৯ বছরের করনও রেলিং থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ মারে। ঝাঁপ মারতেই জলের স্রোতে করন গঙ্গায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা গঙ্গায় নেমে তাঁর খোঁজ চালায়। পরবর্তীতে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজ যুবকের খোঁজ চালানো হয়। যদিও নিখোঁজ যুবকের কোনও সন্ধান মেলেনি। ছেলে নিখোঁজের খবর পেয়ে গঙ্গার ঘাটে কান্নায় ভেঙে পড়েন পুতুল সাউ। জানা গিয়েছে, দূরবর্তী শিক্ষা ইগনু'র প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল করন। করনের বাবা বিহারে থাকেন। আর ওঁর মা কলকাতায় কাজ করেন। করনের দিদি পিঙ্কি সাউ জানায়, এদিন সকাল ৮ টা নাগাদ ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিল। ওকে গঙ্গায় যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভাই তাঁর কথা শোনেনি। অপরদিকে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ঘটনাস্থলে এসে বলেন, সাঁতার জানা তিন বন্ধু রেলিংয়ের দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে স্নান করছিল। তা দেখে করনও ঝাঁপ মারে। কিন্তু সাঁতার না জানায় গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে সে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। প্রিয়াঙ্গু বলেন, তাঁর সংস্থা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের তরফে কাঁকিনাড়া অঞ্চলে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হবে। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং-ও সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার জন্য সহযোগিতা করবেন।

# ডিভিসির জল ছাড়ার আগে তিন জেলাকে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডিভিসির বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়া জল মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এই রাজ্যের তিন জেলাতে। এই নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সমস্ত আধিকারিকদের সতর্ক থাকা নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। প্লাবন জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি রাখার নির্দেশ দেন তিনি। সংশ্লিষ্ট জেলার সমস্ত বিধায়কদের এই মর্মে কড়া নজরদারি ও জলের গতিবিধির উপর সদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার নদীতে কোটাল রয়েছে। গঙ্গার জল বাড়ছে। উদ্ধার ও ত্রাণ এর কাজে সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, তেনুঘাট সবচেয়ে বেশি জল ছেড়েছে। পাশাপাশি মাইথন ও পাঞ্চেৎ থেকেও বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছাড়া হয়েছে। মন্ত্রী ও বিধায়কদের এই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সকাল আটটা নাগাদ জল পৌঁছবে হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে, হুগলির আরামবাগ ও খানাকুল, পূর্ব মেদিনীপুরের ঘাটালে। তিন জেলাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

# ইডি-র কাছে সময় চাইলেন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বারিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সময় চেয়ে ইডি-কে চিঠি দিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ বারিক বিশ্বাস। সম্প্রতি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে বারিকের নাম উঠে এসেছে। এরপরই গত সপ্তাহে তাঁর বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তাকারী সংস্থা ইডির আধিকারিকরা। তাঁর বাড়ি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু নথি-সহ ২০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্তও করেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। এরপরই তাঁকে তলব করে ইডি। তবে বারিক হাজিরা দেননি।

ইডি সূত্রে খবর, বারিকের কোম্পানি ও রাইস মিলের নথির সঙ্গে ব্যাঙ্কের নথি ইডিকে পাঠান তিনি। এমনকি তাঁকে যেন সময় দেওয়া হয় বলেও অনুরোধ জানান বারিক। তবে সেই নথিতে সন্তুষ্ট নয় তদন্তকারীরা। তাই দ্বিতীয়বার বারিককে তলব করার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রেশন দুর্নীতির তদন্তে রাজারহাটের বাড়ি-সহ বারাসত, বসিরহাট মিলিয়ে ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। এর আগেও সোনা পাচার মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ। পণ্যবাহী ট্রাকের খালাসি থেকে ড্রাইভার ছিলেন বারিক।

তারপর ধীরে ধীরে জ্যোতিপ্রিয়র ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হন তিনি।

ইডির আধিকারিকরা মনে করছেন, রেশন বণ্টন দুর্নীতির বিপুল পরিমাণ টাকা সোনা এবং ইটভাটার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল বারিক বিশ্বাস। সূত্রের খবর, রেশন দুর্নীতির সঙ্গে বারিকের যোগাযোগ কতটা তা জানার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। দুর্নীতির টাকা তাঁর কাছে এসেছে কি না, কালো টাকা সাদা করায় তাঁর ভূমিকা আছে কি না, এই সবই খতিয়ে দেখেন তদন্তাকারীরা।

# জ্যোতিপ্রিয়র আরও একাধিক ভুয়ো কোম্পানির হদিশ পেল ইডি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে একের পর এক ব্যালেন্স শিট হাতে আসছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। আর এই সূত্র ধরেই সামনে আসছে নানা ধরনের বিস্ফোরক তথ্য। আনিসুর রহমান ও আলিফ নূর ওরফে মুকুল ও বিদেশ গ্রেপ্তার হয়েছেন। একইসঙ্গে সামনে আসছে আনিসুর ও আলিফের কোটি কোটি টাকার লেনদেনের যাবতীয় তথ্যও। কীভাবে পরিবারের লোকজনকে ভুয়ো চাষি সাজিয়ে সরকারের টাকা আত্মসাৎ করতেন, জেরা করে সে কথা জানতে পেরেছেন আধিকারিকরা। এবার তদন্তে সামনে এল আরও পাঁচ সংস্থার হদিশ।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, ইএইচ গ্রুপ অব কোম্পানির আওতায় থাকা ১৩ সংস্থার কথা জানতে পেরেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পার্টনার হিসেবে রয়েছেন সেই সব সংস্থায়। প্রাক্তন মন্ত্রীর হিসাব রক্ষক শান্তনু ভট্টাচার্যের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সেই সব সংস্থার নথি পান তদন্তকারীরা। সেগুলির ব্যালেন্স শিট দেখতে গিয়ে ইডি অফিসাররা জানতে পেরেছেন ও সংস্থাগুলির নামে এসেছে কোটি কোটি টাকা।

আর এই সংস্থার ঠিকানা হল ৩০ নম্বর স্ট্র্যান্ড রোড। ঠিকানাটি ভুয়ো বলেই জানা গিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই সংস্থার ৫ কোটি টাকা এসেছে ওই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে। মুকুল ও বিদেশের কাছ থেকে এসেছে ওই টাকা। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩ সংস্থার হদিশ পাওয়া গেল। কোথাও পার্টনার হিসেবে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়, কোথাও ডিরেক্টর হিসেবে। এর সব ব্যালেন্স শিট বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এবার নয়া এই তথ্য এই ১৩টি সংখ্যাটাই জ্যোতিপ্রিয়কে আরও বিপদে ফেলবে কি না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, ইডি সূত্রে খবর, নতুন করে যে ৫ সংস্থার হদিশ পাওয়া গিয়েছে, সেই সংস্থাগুলির নাম হল ইএইচ গ্রিনিশ কোম্পানি, ইএইচ সেন্ট্রা অ্যান্ড মার্ট কোম্পানি, ইএইচ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, ইএইচ পিকাসো কোম্পানি, ইএইচ গ্রিনরাশ কোম্পানি।

## টেকনোর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গে দেশের প্রথম ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি

# প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের প্লেসমেন্টের দাবি বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রথম বেসরকারি ইউনিভার্সিটি তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। ফ্যাশন টেকনোলজি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেখানে। শুধু রাজ্যে নয় এটা দেশের প্রথম ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি বলে দাবি প্রতিষ্ঠাতা টেকনো ইন্ডিয়া গোষ্ঠীর। সোমবার এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য বিধানসভায় দ্য স্কিল নলেজ অ্যান্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি শীর্ষক বিল আনা হয়। বিলের উপরে আলোচনার জবাবি ভাষণে উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'শিলিগুড়িতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হলে প্রতিভাবান তরুণ তরুণীরা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজের উপযোগী হয়ে উঠতে পারবেন।'

তবে এই বিলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'সব সময় চেষ্টা করেছি, বাংলার তাঁত বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছি। অ্যাসিড আক্রান্তদের সঙ্গেও কাজ করেছি। তাঁত শিল্প ধুঁকছে ডিরেকশনের অভাবে। একটা ডিজাইনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ছাত্ররা কোথায় কাজ করবে? স্কিলের পরে প্লেসমেন্ট দেবে কি? শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্লেসমেন্টের দায়িত্বও নিতে হবে। দেড় বছর পরেই ভোট। ভোটকে সামনে রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয় করা হচ্ছে না তো?' এর পরেই তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, 'সব ধর্মের মানুষ সুযোগ পাবেন। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ফ্যাশন ডিজাইনার। যার স্কিল যত ডেভেলপ করবে, সে তত উন্নতি করবে। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে।' টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সিইও সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে কোনও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বাংলায় ১১ টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা নানান বিষয় নিয়ে পড়তে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাশন ডিজাইনকেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। এর ফলে শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেই নয়, সারা দেশের মধ্যে এই প্রথম ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি হবে। এই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ফ্যাশন যোগ হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের স্কিলিং যেমন বাড়াতে পারবে, হাতে কলমে শিখতে পারবে কাজ এবং কোর্স শেষ করার পর তারা যাতে চাকরির সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব বলে আশা রাখছি।'

## সম্পাদকীয়

# বহু ছাত্রের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ সরকারের মাথায় এল ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার কথা

বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করল একটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং সঙ্গত ছাত্র আন্দোলন, যার মধ্যে জ্বলে উঠেছিল শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের আগুন। সেই বিক্ষোভকে যখন নারকীয় কায়দায় দমন করতে চায় শাসক, তখন প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল দ্বিধাহীন ভাবে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানো এবং সর্বতো ভাবে সেই শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। বাংলাদেশের প্রধান দুই বিরোধী শক্তিই যে আদ্যন্ত মৌলবাদী মতাদর্শের, তা বললে কি খুব ভুল হবে? মৌলবাদী এবং স্বৈরাচারী শাসকের মধ্যে তুলনায় তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে, এক জন স্বৈরাচারী শাসক চরিত্রগত ভাবে কম ক্ষতিকর, যে-হেতু মৌলবাদকেই বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু মনে করা হয়। তবে এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে; বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের আন্দোলন মোকাবিলার পন্থা এবং কাজে কি মৌলবাদকে পুষ্ট করার যথেষ্ট উপাদান ছিল না? কোনও দেশে কোনও কালেই বিষয়ভিত্তিক স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলনের নির্দিষ্ট কোনও আদর্শ কিংবা রাজনৈতিক রণকৌশল থাকে না। থাকলে তাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হত, ছাত্র আন্দোলন নয়। দেখা গিয়েছে এই সব ছাত্র আন্দোলনে সাধারণত একটা পর্যায়ে অনুপ্রবেশ ঘটে কোনও স্বার্থান্বেষী বর্বর শক্তির। তার নাম হতে পারে মৌলবাদ বা ফ্যাসিবাদ। তারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামে, ছাত্রদের সরকার-বিরোধী আবেগকে সুনিপুণ ভাবে নিজেদের কায়েমি স্বার্থে কাজে লাগায় পুরোদস্তুর। সর্বোপরি নিরপরাধ ছাত্রসমাজের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সেই আন্দোলনকে নিজেদের দখলে নেয়। বাংলাদেশেও সম্ভবত তা-ই হয়েছে। সে দেশের আওয়ামী লীগ সরকার কি এই সত্য জানত না? তারা প্রথম থেকেই কৌশলগত ভাবে এই আন্দোলনের মোকাবিলা না করে এমন খুনের খেলায় মাতল কেন? বহু ছাত্র শহিদ হওয়ার পরে তাদের মনে হল যে, এ বার 'আলোচনা' দরকার? এই ভুলের কোনও ক্ষমা আছে কি?

## শব্দবাণ-৮

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ১ | | | ২ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| ৩ | | ৪ | ■ | ৫ | | ৬ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৭ | | | ■ | ৮ | ৯ | |
| ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | ১০ | | | | | ■ |

শুভজ্যোতি রায়

**সূত্র—পাশাপাশি:** ১. অবিরাম, সর্বদা ৩. সাধারণ লোক ৫. উঠান, রোয়াক ৭. নগর ৮. সোনা ১০. গৃহস্থালি।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১.মালিন্য, কালিমা ২.সারথি ৩. উত্তম, তোফা ৪.সহজেই ভেঙে পড়তে পারে এমন বাড়ি ৬.আলতা ৯.ধরন, রকম।

### সমাধান: শব্দবাণ-৭

**পাশাপাশি:** ১. এনামেল ৩.কটক ৪.অশনি ৬. তবহুঁ ৯. সময় ১০. দলেদলে।

**উপর-নীচ:** ১.একলা ২. লঙ্কেশ ৩. কতশত ৫. নিরাময় ৭. বলদ ৮. আসলে।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

আদিত্য নারায়ণ

১৯০৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বোসের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক পার্থ ঘোষের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আদিত্য নারায়ণের জন্মদিন।*

# বাংলা সিনেমার শিরে সংক্রান্তি

**রাজা চট্টোপাধ্যায়**

টলিপাড়া স্তব্ধ! শেষ পর্যন্ত জল নবান্ন পর্যন্ত গড়াবার পর যুযুধান দুই পক্ষ সাময়িক সন্ধিতে পুনরায় কাজ শুরু করলেও এই সমস্যা কি আদেও মিটবে?

বিবাদের কারণ সম্পর্কে একটি কথা শোনা যাচ্ছে, ডিরেক্টরদের আত্মসম্মান ভার্সেস কর্মীদের ইগো! সমস্যাটা কিন্তু এত সোজা নয়। অংকটাও তাই এত সরলও নয়। এই সমস্যা সুগভীর ও বহুস্তরিক!

যদি 'পথের পাঁচালী' সিনেমা নির্মাণের দিনে ফিরে যাই, সত্যজিৎ রায় নামের এক যুবক একটি মিচেল ক্যামেরা ভাড়া করে কয়েকজন সিনেমা প্রেমী বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন ছবিটি। শুটিংয়ে কলাকুশলী দশ-বারো জনের বেশি ছিল না। কিন্তু সেই ছবি সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস!

উত্তম-সুচিত্রা যুগে ঘরের মা কাকিমারা দুপুরবেলায় দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যেতেন। আর অফিস ফেরতা পুরুষেরা ইভিনিং বা নাইট শোতে সিনেমা দেখে ঘরে ফিরতেন। ছুটির দিনে সপরিবারে সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল বাঁধা রুটিন। সিনেমা নিয়ে আড্ডা হতো, চর্চা হতো, গল্প হতো। টিকিটের দাম ছিল মধ্যবিত্তের পকেটের নাগালে। দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে সপ্তাহান্তে একটি সিনেমা ছিল রুপালি আলোয় স্বপ্নের রাজকুমার রাজকুমারী উত্তম-সুচিত্রাকে দেখার রোমাঞ্চ! তাই বেশিরভাগ হলএতে সাড়ম্বরে ঝোলান থাকতো 'হাউস ফুল' বোর্ড।

এরই মধ্যে সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণালেরা বুদ্ধি দৃপ্ত ছবি করে চলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা লাভজনক না হলেও প্রযোজকদের অন্য ছবির লাভের হিসেবে ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না সেভাবে। ফলে সিনেমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ মিলতো। এছাড়াও পরবর্তীকালে বামপন্থী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালকেরা আর্ট ফিল্ম করার সুযোগ পাচ্ছিলেন।

তবে এই সময় সিনেমা কর্মীদের কোন সংগঠন ছিল না। ফলে প্রাপ্য টাকা প্রযোজক সংস্থা না দিলে কর্মীরা বঞ্চিত হতো। কেউই আর ব্যয়বহুল দীর্ঘসূত্র আইনি লড়াইয়ে যেতে সাহস করতো না। ফলে অনেক কর্মীর টাকাই মার যাচ্ছিল। কর্মীরা যাতে প্রাপ্য টাকা পায় সেই উদ্দেশ্যে তৈরি হলো 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান এন্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' । এর ছত্রছায়ায় এল ক্যামেরা, মেকআপ, এডিট, প্রোডাকশন ইত্যাদির মতো ৪২টি বিভাগ; একত্রে যা 'গিল্ড' নামে পরিচিত।

আশির দশকে হঠাৎ করেই উত্তমকুমার মারা গেলেন। তার বছর কয়েক আগেই সুচিত্রা সেন সিনেমা থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। এদিকে বাঙালির জীবনে বিনোদনের আরেকটি উপকরণ প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে — টেলিভিশন। সাপ্তাহিক সিনেমা দেখার প্রয়োজন কমতে থাকল। এরপর থেকে সিনেমা হল গুলিতে দর্শক সমাগম চোখে পড়ার মতো কমে এল। উত্তম-সুচিত্রা যুগে এ রাজ্যে মোট সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল ১৩০০ এর মতো । বন্ধ হয়ে গিয়ে তা দাঁড়াল ৮৫০ এ।

এদিকে ততদিনে বম্বেতে এক এংগ্রি ইয়াং ম্যান এসে গেছেন — অমিতাভ বচ্চন। যে বাংলার যুবসমাজ একদা উত্তম সৌমিত্রের ছবি দেখতে হলএ ছুটতো, এবার তারাই দেখতে দৌড়ল হিন্দি ছবি। বাংলার বাজারে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করল হিন্দি সিনেমা; পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার হিন্দি ভার্সন।

টলিপাড়ার এই সংকটকালে হাল ধরলেন অঞ্জন চৌধুরী। মধ্যবিত্ত সংসারের গল্প নিয়ে তাঁর ছবি 'শত্রু', 'গুরুদক্ষিণা', 'ইন্দ্রজিৎ', 'মেজ বউ', 'ছোট বউ' আবার দর্শকদের হলমুখী করল। এছাড়াও তরুণ মজুমদারের ছবির আকর্ষণ তো ছিলই। তিনি তৈরি করে চলেছিলেন 'দাদার কীর্তি', 'ভালোবাসা ভালোবাসা', 'আলো'র মতো নান্দনিক ছবি গুলি।

৯৫ সালে বোকাবাক্সে এল মেগা সিরিয়াল 'জননী'। সুপ্রিয়া দেবীকে জননীর ভূমিকায় এবং ইন্দ্রানী সেনের সুললিত কণ্ঠে একটি সুর 'হাসিমুখে যে সব সয় — সেই জননী!' ব্যাস, বাঙালি মা-বোনেদের হৃদয় জিতে নিল। ফলে একদা দল বেধে যাওয়া সেই মহিলা দর্শকরা বাংলা সিনেমার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল।

এরপর প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত। তৈরি হলো অনেকগুলি বাংলা চ্যানেল। প্রতি চ্যানেলেই অনেকগুলি করে মেগা সিরিয়াল। মেগায় মেগায় লড়াই শুরু হলো । এ লড়াইয়ের জয় সূচক মাত্রাটি হলো — টিআরপি। সিরিয়ালগুলি চলার সময় তাতে বিজ্ঞাপন দিলে তা প্রচুর দর্শকের কাছে পৌঁছায় তাই মেগার প্রযোজকেরা প্রচুর টাকা লাভ করতে শুরু করল। সিনেমা কর্মীরা দৈনিক চাহিদার যোগান দিতে টানা ২৪ ঘন্টা, ৩৬ ঘন্টা এমনকি ৪৮ ঘন্টা কাজ করে করে দিশেহারা অবস্থা! টিআরপি কমলেই বদলে দেওয়া হতে থাকলো গল্পকে যেন তেনো প্রকারেণ টিআরপি বাড়াতেই হবে, তাহলেই ব্যবসা আসবে। ফলে মাথামুণ্ডুহীন বস্তা পচা নিম্ন রুচির অসংখ্য মেগার জন্ম হতে লাগল। কর্মীদের এই অবস্থায় ফেডারেশন আরো কর্মী নেবার নিয়ম জারি করল। এরই মধ্যে আর্ট ফিল্ম বানানো চলছিল টিমটিম করে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মিচেল বা অরিফ্লেক্সের মতো ভারি, ব্যয়বহুল ক্যামেরার জায়গায় এল স্বল্পমূল্যের ডিজিটাল ক্যামেরা। মুভিওয়ালা মেশিনে ফিল্ম কেটে সিমেন্ট দিয়ে জোড়ার সময় সাপেক্ষ পদ্ধতির জায়গায় এল ফাইন কাট প্রোএর মতো কম্পিউটারে ডিজিটাল এডিটিং। ফলে সময় ও ব্যায় কমল।

এদিকে মেগার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা হলের বন্ধ হয়ে যাওয়া চলছিল পাল্লা দিয়ে। আজকের দিনে রাজ্যে মোট হলের সংখ্যা দুশোরও কম। নতুন পরিচালকদের ছবি করা দিনে দিনে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠল। বিশেষত যারা অন্য ধারার ছবি করতে চাইছেন।

২০১১ সালে সরকারি অনুদানে ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে টেকনিশিয়ান স্টুডিও ঢেলে সাজানো হয়। যদিও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সিনেমা তৈরি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এই সংকট কালে নতুন পরিচালকদের স্বপ্নপূরণ দুরূহ হয়ে দাঁড়াল! সিনেমার ক্ষেত্রে প্রযোজক মেলা দুষ্কর। এদিকে গিল্ডের নানারকম বিধি-নিষেধ। যেমন কমপক্ষে ৩৭ জনকে নিতে হবে, আট ঘন্টায় ১ সিফট, এরপর ২ ঘন্টায় দেড় সিফট এবং ৪ ঘন্টায় ২ শিফটের হিসেবে কর্মীদের বেতন দিতে হবে ইত্যাদি।

নতুন পরিচালকরা কোনোক্রমে যদিও বা টাকার বন্দোবস্ত করতে পারল তখন গিল্ডের নানার নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে ছবির কাজ মাঝপথেই বন্ধ হতো বা মনোমতো ছবি করা যেত না। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া, সিনেমা হল পাবার সমস্যা। কিছু সি-গ্রেডের হল মিললেও ছবি দু তিন দিনের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া হতো। নতুন প্রযোজকেরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে অন্য ব্যবসায় চলে যেতেন বা দেউলিয়া হয়ে যেতেন।

শৈল্পিক চেতনার তাগিদে কিছু পরিচালক গিল্ডের সদস্য নয় এমন কিছু বন্ধুদের নিয়ে ছবি বানাতে গেলে তাদের বলা হত 'গুপী কাজ'। তাদের গিল্ড থেকে এসে নানা রকম ভাবে বাঁধা দেওয়া হতো, শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হতো, ক্যামেরার আটকে রাখা হতো, পরিচালককে হেনস্তা করা হতো, প্রযোজকের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা নেওয়া হতো। যদিও এর প্রতিটি কাজই বেআইনি।

তবে এভাবে গিল্ডের সঙ্গে সংগ্রাম করে তৈরি হয়েছিল 'বাকিটা ব্যক্তিগত' (২০১৩) নামের একটি ছবি। কিন্তু মুক্তির সময় হল পাওয়া যায়নি। ছবিটি সে বছর জাতীয় পুরস্কার পেলে সকলের টনক নড়ে। তখন সাড়ম্বরে দ্বিতীয় বার মুক্তি পায়। 'ভবিষ্যতের ভূত' (২০১৯) একদিন প্রদর্শনের পর সরকারের সমালোচনা করার অপরাধে উপরয়ালার নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ হেন পরিস্থিতিতে ডিরেক্টরেরা যখন নাজেহাল এরই মধ্যে বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করার অপরাধে এক ডিরেক্টরকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করে গিল্ড। তিনি টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে নতুন ছবির শুটিং করতে গেলে কোনো বিভাগের কোনো কর্মীই আসে না। এবার ডিরেক্টরের এক কাট্টা হয়ে এর প্রতিবাদ করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং একটি পাঁচ সদস্যের কমিটিকে নিয়ম-কানুন ঢেলে সাজাবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আগামী নভেম্বর মাসে এই নতুন নিয়ম লাগু হবে। তবে আর্টফিল্মের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন শিথিল না করলে এবং সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের ছোট ছোট শহর গুলিতে সিনেমা হল তৈরি করে সেখানে স্বল্পমূল্যে প্রশংসিত ছবিগুলি দেখানো, সিনেমা সংক্রান্ত সেমিনার, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির বিনামূল্যে প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন না করলে বাংলা সিনেমার ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে একথা নিসন্দেহে বলা যায়।

*লেখক: সদস্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স ডিরেক্টরস এসোসিয়েশন*

# অবলুপ্ত ৩৭০ ধারা, আর আজকের কাশ্মীর

**নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

অগাস্ট মাসের পাঁচ তারিখটি আসে আর যায়। মনে কি পড়ে ২০১৯ সালের কথা, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পরে হাটে বাজারে, ট্রেনে বাসে, ঘরোয়া আড্ডায় কি দপ্তরে, সার্বিক একরকম খুশি খুশি ভাব, যা হয়েছে, বেশ হয়েছে! এটা যেন নিতান্তই ট্রেলার, আরও কত কী যে ঘটবে আগামী দিনে... মনে আছে, সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কতরকম উল্লাস? কাশ্মীরে জমিদার হয়ে বসবো, ওই রাজ্যের জামাই হবো...।

হাহুতাশ করার কিছু নেই, যা হয়েছে, হচ্ছে, এবং হবে, সমস্তই যেন সম্ভাব্যতার রীতি মেনেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মা শান্তি পেল, কেউ কেউ বললেন। কেউ বা বলতে চাইলেন, কাশ্মীর এর ক্যারিশ্মা লুপ্ত হল রাজনৈতিকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হারিয়ে। কোভিডকালে প্রলম্বিত লক ডাউনের চাপে আমরা যখন জেরবার, তখন কোথাও কোথাও কাশ্মীরের লোকজনের কণ্ঠ কানে এল, এ আর নতুন কী, আমরা যে বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই এমন দমবন্ধ দশা অনুভব করছি!

সুশীল বুদ্ধিজীবী কেউ কেউ প্যালেস্টাইনের উদাহরণ দিয়ে, ইতি গজ জুড়ে দিলেন, সবটা মেলে না; তবু...। চিন যেভাবে তিব্বত অধিকার করছে, কিংবা জিংঝিয়াং এলাকায় উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে দিতে চাইছে, ভিন্ন জাতির উপনিবেশ স্থাপন করে জনঘনত্ব রূপান্তরিত করছে, কাশ্মীরেও যেন ঠিক তাই... কিন্তু, সত্যিই কী? জম্মু অঞ্চল আর শ্রীনগর উপত্যকা অনেক আগে থেকেই কি আলাদা ছিল না? আবার, আফ্রিকার মরক্কো যেভাবে সাহারার পশ্চিমাঞ্চল দখলে রেখেছে, ভারতের কাশ্মীর অধিকার যেন ঠিক তাই —।

ভারত বা ইজরায়েল তবু গণতন্ত্রের মোড়কে কিছু বাস্তব তথ্য তুলে ধরতে চায়, ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘটনাগুলো উল্লেখ করে। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। চিন কিংবা মরক্কোর সে বালাই নেই। গণতন্ত্রকে মান্যতা দেবার দায় নেই তাদের। কিন্তু কাশ্মীরের এখনকার বাস্তবতা আসলে কেমন? বিশ্বের অন্যতম উত্তপ্ত, ছায়াযুদ্ধ তাড়িত অঞ্চল। প্রতীকী অর্থে শ্রীনগর কি লাদাখের সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহের কথাই ভাবুন বা সদ্য ঘুরে আসা টুরিস্টদের মুখের কথা। সবসময়েই একটা টেনশান, এই বুঝি যুদ্ধ লাগে লাগে!

সীমা সুরক্ষা বাহিনীর প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হল, অনুপ্রবেশের ঠিকঠাক খবর না কি তাঁরা পাচ্ছিলেন না। সমন্বয় ছিল না পুলিশ বা অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে, অভিযোগ। অতি সম্প্রতি যে আক্রমণ আমাদের সৈন্যদের ওপর এল, এ তো এই রাজ্যের স্বাভাবিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়। ভারত সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভা নির্বাচন করিয়ে দিতে চান। কোনও কোনও বহিঃশক্তি সে পদ্ধতি বিঘ্নিত করতে চাইছে। সে তো অনেকদিনের পুরনো কায়দা, কিন্তু অত্যাধুনিক আক্রমণ যেন এই দেশেরই এক শ্রেণীর দুর্বুদ্ধিজীবীদের কথাবার্তা থেকে আসছে। গত শতাব্দীর নয়ের দশক নাগাদ কাশ্মীরী পণ্ডিত সম্প্রদায়কে যখন গায়ের জোরে উৎখাত করা হচ্ছিল, তখন তাঁদের মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই, কিন্তু নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যা যা করেছেন, তার মধ্যে নানান দুরভিসন্ধি খুঁজতে তাঁরা সদাই সরব। সম্প্রতি প্যালেস্টাইন ইজরায়েল যুদ্ধ তাঁদের উপমার পালে বাতাস দিয়েছে। প্যালেস্টাইনের জমি আমাদের আরও আরও চাই, কিন্তু সেখানকার অধিবাসীদের চাই না; ইজরায়েলের মতন এই হুংকারে তাঁরা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনই যেন শুধু খুঁজে পান। অনেকখানি সত্যতা রয়েছে কিন্তু! নেগেভ এলাকায় ইজরায়েল বেদুঈনদের উৎখাত করে সেই জমি সেনাবাহিনীকে দিয়েছে। আমাদের এই কাশ্মীরেও না কি জংলা জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে আদিবাসীদের। দক্ষিণপন্থী ইতিহাসবিদরা অনেকেই তো সোজাসুজি বলছেন কাশ্মীরী পণ্ডিতদের পক্ষে; এই দেশ আপনাদের নিরাপত্তা দিতে অক্ষম, সুতরাং ইজরায়েলি ধাঁচেই সমাধান চাই!

কিন্তু, শেষ অবধি বাস্তব পরিস্থিতিটা কী? দেশের এবং দেশের বাইরের মুক্ত বাণিজ্যে সহায়তার জন্যে যা যা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমীরসাহির একটি সংস্থা এবং আমাদের দেশের অল্প কিছু সংস্থা ছাড়া দেখা যাচ্ছে তাতে বেশি কেউ আগ্রহী নন। খনিজ সম্পদে কাশ্মীর সমৃদ্ধ, কিন্তু লিথিয়াম ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য তেমন কেউ সাড়া দিচ্ছেন না। উত্তোলন পদ্ধতিতে পড়তায় পোষাবে কি না, সে হিসেবের পেছনে অবশ্য নিরাপত্তার ভাবনাও রয়ে যায়। আপেল ক্ষেতে পরিযায়ী শ্রমিকদের হত্যাকাণ্ডের কারণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হল, কত আপেল বাগানেই পচে নষ্ট হল। টুরিস্টরা তবু ইদানীং দলে দলে যাচ্ছেন, ট্যুর অপারেটরদের মুখে হাসি ফুটেছে, এটা সত্যি দেখা যাচ্ছে। বলিউডি ফিলমের শ্যুটিং ফের শুরু হয়েছে উপত্যকায়, এটা প্রযোজকদের প্রমোশনাল প্রচার বলে সন্দেহ করেন অনেকেই। যখন তখন ইন্টারনেট বন্ধ, ফেক নিউজের ছড়াছড়িতে সহজ সংবাদকেও আমরা বাঁকা চোখে দেখি!

তবে, তাতে লাভ তো কিছু নেই। করেকম্মে খেতে হবে সবাইকেই, সন্দেহের বাতাবরণে সেটা হওয়া মুশকিল। ভারতকে নানান দিকে দুর্বল দেখতে চায় বা আরও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে চায়, এমন বহিঃশক্তি যেমন রয়েছে, তেমনই, বন্ধুরও তো অভাব নেই! মার্কিন মুলুকের যে ভারতীয়রা, ইন্ডিয়ান ডায়াস্পরা যাকে বলা হয়, সংখ্যায় তাঁরা কম নন। সকল সম্প্রদায়ই রয়েছেন তার মধ্যে, শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারতকে দেখতে চান তাঁরা। যে লক্ষ্যে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছিল, নাটকীয়তা এবং ঘৃণাশ্রয়ী রাজনীতি পরিহার করে সেই পথে দেশ এগিয়ে চলুক!

## আনন্দকথা

ও স্বর্ণপদকাদি (Medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম-বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাস্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ''আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে?'' তিনি বলিয়াছিলেন, ''আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝাতে পার নাই।'' হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙলায় যে-সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে 'শ্রীশ্রীহরিশরণম্' ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাস্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, ''তাঁকে তো জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে,

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# নবান্নের তৎপরতায় ইন্দাসের আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার, উৎকণ্ঠায় পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** প্রকৃতির রুদ্ররোষে বিপর্যস্ত দেবভূমি কেদারনাথ। আর ওই কেদারনাথে ভূমিধসে আরও অনেকের সঙ্গে আটকে পড়ে বাঁকুড়ার ইন্দাস এলাকার একটি পরিবারের তিন সদস্য সহ চার জন। 'আটকে' থাকা ওই পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা দেখায় নবান্ন, বর্তমানে তারা নিরাপদ স্থানে।

সূত্রের খবর, ইন্দাসের কুশমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় ব্যবসায়ী শরৎচন্দ্র দে তার স্ত্রী ও সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে কেদারনাথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও এক প্রতিবেশীও ছিলেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মঙ্গলবার হরিদ্বার থেকে ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু তার আগেই ঘটে অঘটন। 'দেবভূমি' হরিদ্বারে ভূমি ধসের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আরও ৮০ জনের সঙ্গে আটকে পড়েন তাঁরাও। এই খবর পেয়ে চরম দুশ্চিন্তায় শরৎচন্দ্র দে-র পরিবারের সদস্যরা। বাবা জগন্নাথ দে বলেন, গত ২৪ জুলাই ছেলে, বউমা, নাতিরা কেদারনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুন এক্সপ্রেসে চেপে বসে। তার ঠিক দু'দিন পর তারা গন্তব্যে পৌঁছয়। ছেলে ফোনে জানিয়েছে আটকে পড়া সমস্ত পর্যটকদের নিচে নামিয়ে আনার কাজ চলছে। খুব দ্রুত সুস্থ শরীরে ছেলে, বউমা, নাতি বাড়িতে ফিরে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।



অন্য দিকে, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, আটকে থাকা ওই ব্যক্তি কোনও সোর্স থেকে মহকুমা শাসকের ফোন নম্বর জোগাড় করে মহকুমা শাসককে ফোন করে তার আটকে থাকার কথা জানান। মহকুমা শাসক তড়িঘড়ি বাঁকুড়ার জেলা শাসককে জানান সেখান থেকে খবর যায় নবান্নে। নবান্ন থেকে অতি তৎপরতা দেখানোর পর অবশেষে তারা প্রত্যেকেই নিরাপদ স্থানে ফিরে আসে।

তবে যতক্ষণ না ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরছে ততক্ষণ উৎকণ্ঠা রয়েছে পরিবারে।

# বাটুল, হাঁদা, ভোঁদার মতো চরিত্রদের নাম রেখে বৃক্ষরোপণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত:** ছোটবেলার ভালো লাগার চরিত্রের নামে গাছের নাম। বাটুল, হাঁদা, ভোঁদা, নন্টে, ফন্টে, টিনটিন, স্পাইডার ম্যান আরও অনেক কিছু। এমনই পছন্দের নামের গাছগুলি স্বযত্নে লাগাল বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে রামকৃষ্ণপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা। শুধু বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোপণ করাই নয় তাদের পরিচর্যায়ও দায়িত্ব নিল তারা। পাশাপাশি কিছুগাছ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করল বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। সঙ্গে গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান ধ্বনি তুলে প্রভাত ফেরিও করল তারা। এমন একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগের মুখ্য ভূমিকায় ছিলে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। মূলত তার উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় সোমবারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ব্যতিক্রমী হয়ে উঠল। পুরপিতার দাবি, আগামী প্রজন্মকে বৃক্ষরোপণের জন্য উৎসাহিত না করলে পরিবেশ বাঁচানো যাবে না। তাই তাদের প্রিয় চরিত্রগুলির নামে গাছ লাগানো হল। এর পাশাপাশি শহর ক্রমশ কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। বাড়ির উঠানটিও পাকা করে দেওয়া হচ্ছে ফলে ভূপৃষ্ঠে জল ভূগর্ভে যাচ্ছে না। বাড়ির উঠানে গাছ থাকলে সেই স্থানটি অন্তত পাকা হবে না। ফলে গাছ যেমন অক্সিজেন দেবে, পাখিরা এসে গাছে বাসা বাধবে তেমনই ভূগর্ভস্থ জলের সম্ভার বাড়বে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ যেমন বাচবে, বাড়বে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর সঙ্গে জীববৈচিত্র্যও রক্ষা পাবে। তাই বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এলাকায় গাছ বিলি করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে ডাঃ সুমিত কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা মণ্ডল হোসেন, সমাজসেবী দীপক মণ্ডল সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও।

# উদ্ধার তলিয়ে যাওয়া ছাত্রের মৃতদেহ

**নিজস প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুর পঞ্চায়েতের ধেনুয়া গ্রামে খড়ি নদীর জলে প্লাবিত এলাকায় তলিয়ে যায় এক পড়ুয়া। সোমবার দুপুরে তার দেহ উদ্ধার করে উদ্ধারকারী দল। মৃত ওই পড়ুয়ার নাম সূর্য ঘোষ। রবিবার বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যায় ভুরকুন্ডা হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। রবিবার বিকালে সূর্যকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা। সোমবার দুপুরে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ থানায় নিয়ে যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়াতেই ধেনুয়া গ্রাম সহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

# ডেঙ্গি প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুরসভার উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** গত বছর অগস্ট মাস থেকেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছিল মেদিনীপুর পুরসভায়। চলতি মরশুমে এখনও অবধি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুরসভার পক্ষ থেকে আগাম সর্তকতা নেওয়া হচ্ছে। সোমবার পুরসভা এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে পুরসভার সভাগৃহে ডেঙ্গি প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি কর্মশালা হয়। পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান, উপ পুরমাতা অনিমা সাহা, কাউন্সিলর ইনচার্জ সৌরভ বসু, সুসময় মুখার্জি সহ পুরসভার কাউন্সিলররা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী এবং ডেঙ্গি বিজয় অভিযানের সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক পুরকর্মীরাও কর্মশালায় যোগ দেন। তাঁদের সামনে তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরে ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় বার্তা দেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডঃ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গী।

## অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১

**দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।

**ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।**

| ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা | ক) নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ<br>খ) দাবি নোটিশের তারিখ<br>গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী) |
|---|---|
| ১. টেকনো পাওয়ার সার্ভিসেস পাওয়ার লি.<br>২. শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (ডিরেক্টর)<br>উভয়ের ঠিকানা ৫৩ জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ আরও সুরিখালি, পো-পাঁচলা, থানা - উলুবেড়িয়া, হাওড়া - ৭১১৩২২<br>৩. মেসার্স সুপ্রিম অ্যান্ড কোং প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)<br>৩৩/১ নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩৩৯, কলকাতা - ৭০০০০১ আরও পি-২০০, বেনারস রোড, হাওড়া - ৭১১১০৮ | ক) ১,৭৭,৩৮,২১৪.৮২ টাকা (এক কোটি সাতাত্তর লাখ আটত্রিশ হাজার দুশো চোদ্দ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ৯১১০৩০০০৩৪৯৯৪৪৯৮, ০৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য)<br>খ) ২০.০৪.২০২৪<br>গ) ০৩.০৮.২০২৪ |

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (জামিনদত্ত সম্পদ)**

**প্রাথমিক জামিন :** কোম্পানির দায়বদ্ধ সমুদয় মজুত, বুক ডেটস এবং অন্যান্য চলতি সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। **সমপরিমাণ জামিন** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/আরএস দাগ নং ১০২, জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/আরএস দাগ নং ১০৩, জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৭৫ ডেসিমেল এলআর /আরএস দাগ নং ১৪৫, জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/আরএস দাগ নং ১৪৬, জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০.৫ ডেসিমেল এলআর/আরএস দাগ নং ১৪৮, জমির পরিমাঁ অনুমানিক ৮.৭৫ ডেসিমেল , এলআর/আরএস দাগ নং ১৫০ এবং জমির পরিমান আনুমানিক ১৪ ডেসিমেল , এলআর/আরএস দাগ নং ১৫১ মোট ৮০ ডেসিমেল , খতিয়ান নং ৮৮০/১স ৭৫৪/২, এবং ৩৪১/১ অধীন, মৌজা : সুরীখালি, জেএল নং ৯৮,জেলা : হাওড়া, তদস্থিত নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

## কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L65993WB1983PLC035729

**রেজি. অফিস :** ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১

**ফোন নং :** + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** kineticinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** www.kineticinvestments.co.in

**৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন**

(টাকায়)

| ক্রম নং | বিবরণ | তিন মাস সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৬.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৪ | ৩০.০৬.২০২৩ | ৩১.০৩.২০২৪ |
| | | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১ | মোট আয় | ১,৫২,৫৮২ | ৪৩,০১,৯০১ | ৩,৬৬,০৭১ | ৫৬,৮৪,০৭৭ |
| ২ | মোট ব্যয় | ১২,৫৮,৬১১ | ১৯,২৬,৮৩৫ | ৪২,৩৩,৩৮২ | ৮৬,৮৬,২০৮ |
| ৩ | লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব | (১১,০৬,০২৯) | ২৩,৭৫,০৬৬ | (৩৮,৬৭,৩১১) | (৩০,০২,১৩১) |
| ৪ | লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব | (১১,০৬,০২৯) | ২৩,৭৫,০৬৬ | (৩৮,৬৭,৩১১) | (৩০,০২,১৩১) |
| ৫ | মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী) | (১১,০৬,০২৯) | ২৩,৭৫,০৬৬ | (৩৮,৬৭,৩১১) | (৩০,১৩,২৩৪) |
| ৬ | আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ |
| ৭ | শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা) | | | | |
| | ক) মূল | (২.৩০) | ৪.৯৫ | (৮.০৬) | (৬.২৮) |
| | খ) মিশ্র | (২.৩০) | ৪.৯৫ | (৮.০৬) | (৬.২৮) |

দ্রষ্টব্য :
ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in থেকে।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪

## কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI

"কেসিআই প্লাজা", ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯

CIN: L24110WB1960PLC024910

ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০ ওয়েবসাইট: www.kanoriachem.com

**৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ**

(লাখ টাকায়)

| ক্রম. নং | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৬.২০২৪ | ৩০.০৬.২০২৩ | ৩০.০৬.২০২৪ | ৩০.০৬.২০২৩ |
| | | অনিরীক্ষিত | | অনিরীক্ষিত | |
| ১. | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ১৬,১৬৮ | ১৫,৩১৮ | ৩৮,৪১৩ | ৪০,০৯৭ |
| ২. | অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ | ৮৭১ | ১,৫২০ | ২৮৮ | ২,৫৮৪ |
| ৩. | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে) | ১২৮ | ৭৫২ | (২,৩০১) | ১৭ |
| ৪. | কর পূর্ব সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ(ব্যতিক্রমী দফার পরে) | ১২৮ | ৭৫২ | (২,৩০১) | ১৭ |
| ৫. | সময়কালের জন্য চলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে) | ৫৮ | ৬২৬ | (২,৩৯৯) | (১৩৭) |
| ৬. | কর পূর্ব সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফার পরে) | (২৮) | (৩৪৫) | (২৮) | (৩৪৫) |
| ৭. | সময়কালের জন্য অচলতি কার্যাদি থেকে নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে) | ১০৬ | (২৪৭) | ১০৬ | (২৪৭) |
| ৮. | সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে) | ১৬৪ | ৩৭৯ | (২,২৯৩) | (৩৮৪) |
| ৯. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ১৭৫ | ৩৮৪ | (২,১৪৫) | (১৫৩) |
| ১০. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) অনিয়ন্ত্রিত সুদের পর ] | ১৭৫ | ৩৮৪ | (১,৫৭৫) | (১৩৮) |
| ১১. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২,১৮৫ | ২,১৮৫ | ২,১৮৫ | ২,১৮৫ |
| ১২. | রিজার্ভ | - | - | - | - |
| ১৩. | চলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত | ০.১৩ | ১.৪৩ | (৪.০৫) | (০.০৪) |
| ১৪. | অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত | ০.২৪ | (০.৫৬) | ০.২৪ | (০.৫৬) |
| ১৫. | চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত | ০.৩৭ | ০.৮৭ | (৩.৮১) | (০.৬০) |

দ্রষ্টব্য ঃ
১. কোম্পানির কাছে রিপোর্ট করার মতো কোনও অসাধারণ দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ : ৫ অগস্ট, ২০২৪

## আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L67120WB1981PLC033907

**রেজি. অফিস :** ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১

**ফোন নং :** + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, **ই-মেল আইডি :** armchairinvestments@yahoo.in **ওয়েবসাইট :** armchairinvestments.co.in

**৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন**

(টাকায়)

| ক্রম নং | বিবরণ | তিন মাস সমাপ্ত | | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৬.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৪ | ৩০.০৬.২০২৩ | ৩১.০৩.২০২৪ |
| | | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১ | মোট আয় | ১,৩৮,৬৩৩ | ৩৭,২৬,৪৪৩ | ৩,৩১,৭৫৬ | ৮০,৫৫,৬৯২ |
| ২ | মোট ব্যয় | ৯,৮৪,৯০০ | ১৭,৪১,৩৫৮ | ৩৯,৭২,৮৬৮ | ৮৪,৬৪,৯৩৯ |
| ৩ | লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব | (৮,৪৬,২৬৭) | ১৯,৮৫,০৮৫ | (৩৬,৪১,১১২) | (৪,০৯,২৪৭) |
| ৪ | লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব | (৮,৪৬,২৬৭) | ১৯,৮৫,০৮৫ | (৩৬,৪১,১১২) | (৪,০৯,২৪৭) |
| ৫ | মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী) | (৮,৪৬,২৬৭) | ১৯,৮৫,০৮৫ | (৩৬,৪১,১১২) | (৪,২০,৩৪৬) |
| ৬ | আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ | ৪৮,০০,০০০ |
| ৭ | শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা) | | | | |
| | ক) মূল | (১.৭৬) | ৪.১৪ | (৭.৫৯) | (০.৮৮) |
| | খ) মিশ্র | (১.৭৬) | ৪.১৪ | (৭.৫৯) | (০.৮৮) |

দ্রষ্টব্য :
ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪

## ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ,
কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: (০৩৩) ২২৩০১১৫৩, ২২৩০৬৮২৫
ই-মেল : frontlinecorplimited@gmail.com, cs.legal.frontline@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.frontlinecorporation.org
CIN NO : L63090WB1989PLC099645

**বিষয় : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিকের জন্য বোর্ড মিটিংয়ের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের বিবেচনা এবং অনুমোদন**

২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২৯ অধীনে, আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের একটি সভা বুধবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিকের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ড্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য। ডিরেক্টরগণ, প্রমোটারগণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ডিরেক্টরগণ, প্রমোটারগণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মীয় এবং সংযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল ঘোষণার পর ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডোটি বন্ধ রয়েছে।

এছাড়াও ডিরেক্টর বোর্ড ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য পরিচালকদের রিপোর্ট এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, সময় এবং স্থান নির্ধারণ এবং স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলিও বিবেচনা করবে কর্পোরেট গভর্নেন্স রিপোর্ট এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
সুরেশ কুমার বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৪

## পেবকো মোটরস লিমিটেড

CIN: L67120WB1971PLC029802

**রেজি. অফিস :** ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৭

**ই-মেল :** ro@pebcomotors.com, **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

**প্রথম অতিরিক্ত সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা পেবকো মোটরস লিমিটেডের ("কোম্পানি") সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির প্রথম (০১ ম) অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) ২৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস মিডিয়াম সেক্টর, আদিত্যপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, টাটা কেন্দ্র মেন রোড, জামশেদপুর - ৮৩২১০৯, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন অধীনে।

কোম্পানি ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে :

(ক) যেসব সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত আছে তাদের বিশদ বিবরণ সহ ০১ ম অতিরিক্ত সাধারণ সভার জন্য ২৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সহ নোটিশ পাঠানো সদস্যদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দ্বারা ইজিএম-এর নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা ২০১৪ এর বিধি ২০ এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত এবং প্রতিস্থাপিত এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি ০১ তম অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভায় (ইজিএম) পাস করার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলি পাস করার জন্য সদস্যদের তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা ইলেকট্রনিক উপায়ে ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করবেন। কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (পরবর্তীতে "সিডিএসএল" হিসাবে উল্লিখিত) এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে। আইন এবং বিধির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :

১. দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল ২৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে শুরু হবে এবং ২৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।
২. কোম্পানির সদস্যরা যারা শেয়ার ধারণ করেন তারা ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৩. ২০ আগস্ট, ২০২৪-এর কাট-অফ তারিখ অনুসারে রিমোটের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন ই-ভোটিং এবং ইজিএম-এ ব্যালট ভোটিং মাধ্যমে।
৪. যেকোন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং ইজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে সদস্য হয়েছেন কিন্তু 'কাট-অফ ডেট'-এর আগে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছ থেকে ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি., ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, ৩এ, অকল্যান্ড রোড, এলগিন, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৭/৬৬১৮/৬৬১৯; ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com থেকে। যাইহোক, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৫. ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com এ পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও সিডিএসএল ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com-এও।
৬. দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা উল্লেখ করতে পারেন ইজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে 'নোটস' বিভাগ।
৭. সভার আগে যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও মিটিংয়ে যোগদান করলেও আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।
৮. ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন www.evotingindia.com, এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdslindia.com।
৯. ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য, সদস্যরা ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে যেতে পারেন এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল করতে পারেন। সদস্যরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটে ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা অনুগ্রহ করে কোম্পানির সাথে ro@pebcomotors.com বা শ্রীমতি শিল্পা আগরওয়াল, কমপ্লায়েন্স অফিসার, ফোন - ০৬৫৭ ৬৬২১২০০-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন cs@pebcomotors.comএ।

পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬.০৮.২০২৪

## ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

Bank of Maharashtra

জোনাল অফিস, কলকাতা, ম্যাকলিওড হাউস, ৩, এন.এস. রোড
১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলিফোন: ০৩৩-৪০৩৭৪৯০৮
ই-মেইল- [illegible]

**গাড়ির নিলাম**

ব্যাঙ্কের দখলে নেওয়া হাইপোথিকেটেড গাড়ি বিক্রি করা হবে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে। ইচ্ছুক ক্রেতাকে নীচে উল্লিখিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রেমিসেসে ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দুপুর ১২.০০ টায় নিজ নিজ শাখায় উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। 'যেখানে যা আছে, সেখানে যা কিছু আছে এবং রিকোর্স ব্যতীত' ভিত্তিতে গাড়িগুলির নিলাম হবে।
নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে উল্লেখিত সম্পদ বিক্রির জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছ থেকে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

| ক্র. নং. | ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা | গাড়ির বর্ণনা | ক) রিজার্ভ মুল্য<br>খ) ইএমডি<br>গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১. | **অসীম দাস (ঋণগ্রহীতা),** উত্তর বারুলিয়া, নবপল্লী, বারাসত (মিউ), উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৬<br>ভেন্যু: বারাসাত শাখা<br>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: শ্রী শ্রুতি রঞ্জন বারিক<br>যোগাযোগ নং - ৮৯১৭৩৮৭৪৮৬ | মডেল: HYUNDAI EON SPORTZ<br>রেজিস্ট্রেশন নং-: WB-26AZ-3838<br>গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৪.০৫.২০১৮<br>উৎপাদনের বছর : ২০১৭<br>ইঞ্জিন নং- G3HAHM542841<br>জ্বালানীর ধরন : পেট্রোল | ১. ১,৭৮,০০০.০০ টাকা<br>২. ১৭,৮০০.০০ টাকা<br>৩. ১,৫০০.০০ টাকা |
| ২. | **জয়দীপ সাহা (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম- ধরিন্দা, পোস্ট ও থানা- তমলুক, পূর্ব মেদিনাপুর, পিন - ৭২১৬৩৬<br>ভেন্যু: তমলুক শাখা<br>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: শ্রী কুলদীপ কুল্লু<br>যোগাযোগ নং- ৭৭০৯২২১৬৯৬ | মডেল: Maruti DZIRE VDI BS-IV<br>রেজিস্ট্রেশন নং: WB-30Z-8833<br>গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৪.০৫.২০১৮<br>উৎপাদনের বছর : ২০১৮<br>ইঞ্জিন নং: D13A3276229<br>জ্বালানীর ধরন: ডিজেল | ১. ১,০৮,০০০.০০ টাকা<br>২. ১০,৮০০.০০ টাকা<br>৩. ১,০০০.০০ টাকা |
| ৩. | **সন্দীপ ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা),** ১০৬বি, সেলিমপুর রোড, থানা- গড়িয়া, পিন - ৭০০০৩১<br>ভেন্যু: যাদবপুর শাখা<br>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: মিসেস পিঙ্কি রায়<br>যোগাযোগ নং- ৯৬৭৪৪৪১৭৮১ | মডেল: Manuti IGNIS 1.2 ALPHA PETROL BS VI<br>রেজিস্ট্রেশন নং: WB-06Q-7828<br>গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৫.১২.২০১৮<br>উৎপাদনের বছর : ২০১৮<br>ইঞ্জিন নং: K12MN4433704<br>জ্বালানির ধরন : পেট্রোল | ১. ১,৪৭,০০০.০০ টাকা<br>২. ১৪,৭০০.০০ টাকা<br>৩. ১,৫০০.০০ টাকা |
| ৪. | **সুকেশ রায় (ঋণগ্রহীতা),** গারজি জয়পাড়া, চন্দননগর, বিঘাটি, হুগলি, পিন - ৭১২১২৪<br>ভেন্যু: এন.এস. রোড শাখা<br>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: শ্রী বসন্ত নায়েক<br>যোগাযোগ নং - ৯৬৫৭১৫৫০৩৫ | মডেল : Honda WR-V 1.2VX MT (I-VTEC)<br>রেজিস্ট্রেশন নং: WB-16BC-5296<br>গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৯.১০.২০২০<br>উৎপাদনের বছর : ২০২০<br>ইঞ্জিন নং: L12B47301613<br>জ্বালানির ধরন : পেট্রোল | ১. ৪,১০,০০০.০০ টাকা<br>২ ৪১,০০০.০০ টাকা<br>৩. ৪০০০০০ টাকা |
| ৫. | **প্রফুল্ল মাহাতো (ঋণগ্রহীতা),** কোরিয়াসোল, পোস্ট - হারিয়াতারা, থানা - খড়গপুর লোকাল, পশ্চিম মেদিনাপুর, পিন - ৭২১৩০৪<br>ভেন্যু: খড়গপুর শাখা<br>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নাম: শ্রী অখিলেশ কুমার<br>যোগাযোগ নং- ৮৭৯৯৯৮১৮০০ | মডেল: Manuti SWIFT VXI-SRR4BV1<br>রেজিস্ট্রেশন নং: WB-36G-8126<br>গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ০৯.১০.২০২০<br>উৎপাদনের বছর : ২০১৯<br>ইঞ্জিন নং: MBHCZC63SKK498711<br>জ্বালানীর ধরন: পেট্রোল | ১. ২,১৪,০০০.০০ টাকা<br>২. ২১,৪০০.০০ টাকা<br>৩. ২,৫০০.০০ টাকা |

১. ০৭.০৮.২০২৪ থেকে ০৯.০৮.২০২৪ পর্যন্ত সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত গাড়িপরিদর্শন করা যেতে পারে (কার্য্য দিবসে পরিদর্শন করতে হবে)।
২. নিলামের স্থান হল- সংশ্লিষ্ট শাখা প্রেমিসেস।
৩. সম্পদ শুধুমাত্র রিজার্ভ মূল্যের উপরে বিক্রি করা হবে।
৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের 'বিড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম' সহ বৈধ কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি-এর রেমিট্যান্সের প্রমাণ জমা দিতে হবে **'ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র' অনুকলে ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে বা এনইএফটি/ ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে এ/সি নাম- 'বিওএম ই-পেমেন্ট ট্যাক্স' এ/সি নং- ৬০১৩৬৮৩৬৭২৬, আইএফএসসি কোড নং- MAHB0000455 অনুকূলে ০৫.০৯.২০২৪** তারিখে বিকাল **৫.০০ টা** বা তার আগে। কোন নগদ গ্রহণ করা হবে না ।
৫. রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিডঅফার গ্রহণ করা হবে না।
৬. একক দরদাতার ক্ষেত্রে গাড়িটি রিজার্ভ মূল্যের উপরে ন্যূনতম একটি বর্ধিত দরে বিক্রি করা হবে।
৭. গাড়িটি নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ব্যালেন্স অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে হস্তান্তর করা হবে। ব্যালেন্স অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, জমা করা ইএমডি পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।
৮. সফল দরদাতাদের পূর্ণ বিডের অর্থ প্রদানের পরে ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রয় শংসাপত্র' ইস্যু করার সময় পাসপোর্ট আকারের রঙিন বর্তমান ফটোগ্রাফ এবং কেওয়াইসির ২ (দুই) কপি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৯. অসফল দরদাতা নিলাম শেষ হওয়ার পরপরই ইএমডি এর অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবেন ।
১০. নিলাম ক্রেতা নিলামের তারিখ পর্যন্ত পার্কিং চার্জ প্রদান করবে। বাকি পার্কিং চার্জ এবং সড়ক কর, বীমা ইত্যাদির মতো সংবিধিবদ্ধ বকেয়া সহ অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক খরচ নিলাম ক্রেতাই বহন করবে।
১১. গাড়ির নিবন্ধন দরদাতার দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক/শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট নথি প্রদান করবে।
১২. ব্যাঙ্ক কোন পূর্ব নোটিশ না দিয়ে যেকোন সময় নিলামটি অবহিত করার, বাতিল বা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

দ্রষ্টব্য: রিজার্ভ মূল্য জিএসটি ব্যতীত। প্রযোজ্য হার অনুযায়ী নিলাম ক্রেতাকেই জিএসটি এর ব্যয় বহন করতে হবে।

**তারিখ: ০৬.০৮.২০২৪, স্থান: কলকাতা** — **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন**

## ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

**দারপাড়া শক্তিপুর শাখা**
রাজিনগর, গ্রাম এবং পোস্ট - শক্তিপুর
জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৬৩

**পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১) ]**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে**

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এএলবি)** কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৮.০৮.২০২৪** তারিখে **২৩,১৭,১২৪.৭১ টাকা** (তেইশ লাখ সতের হাজার একশ চব্বিশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা **(বিবি + এমওআই = ১৪,৩৭,৮৬৯.৪১ টাকা + ৮,৭৯,২৫৫.৩০ টাকা) ০৫.০৮.২০২৪ অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দরপাড়া শক্তিপুর শাখা, নির্ধারিত ঋণদাতা, মেসার্স রিম্পা অ্যান্ড সিম্পা এন্টারপ্রাইজেস (স্বত্বাধিকারী - শ্রী সুকল্যাণ নন্দী)** গ্রাম এবং পোস্ট - চৌরিংগাছা, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০৫ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত

| ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম<br>খ) শাখার নাম | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত | জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>খ) ইএমডি পরিমাণ<br>গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ<br>ঘ) সম্পত্তির আইডি<br>ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা<br>চ) দখলের ধরন |
|---|---|---|---|
| ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রিম্পা অ্যান্ড সিম্পা এন্টারপ্রাইজেস**<br>**স্বত্বা : শ্রী সুকল্যাণ নন্দী**<br>গ্রাম এবং পো : চৌরিংগাছা, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৪০৫।<br>**স্বত্বাধিকারী /বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সুকল্যাণ নন্দী**<br>পিতা কার্তিক নন্দী<br>গ্রাম এবং পো : চৌরিংগাছা<br>থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৪০৫।<br>**বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী সজল নন্দী**<br>গ্রাম এবং পো : চৌরিংগাছা, থানা : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২৪০৫।<br>খ) **দারপাড়া শক্তিপুর শাখা** | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : চৌরিংগাছা, জেএল নং ৩৮, খতিয়ান নং এলআর ২১৯১, ২১৯০, আরএস ১৪২, প্লট নং এলআর১৮৮৫, আরএস ১৮৮৫, জমির এরিয়া : ৩.০০ ডেসিমেল, থানা :বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৪০৫, দান দলিল নং ৫৩১০ তারিখ ২২/০৭/২০২২, রেজিস্ট্রিকৃত , এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সুকল্যাণ নন্দী এবং শ্রী সজল নন্দী। চৌহদ্দি :** উত্তরে : আদম হাজরার সম্পত্তি, দক্ষিণে : সনৎ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : অবনী গোপাল নন্দীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মেটাল রোড। | **২৩,১৭,১২৪.৭১ টাকা** (তেইশ লাখ সতের হাজার একশ চব্বিশ টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা **(বিবি + এমওআই = ১৪,৩৭,৮৬৯.৪১ টাকা + ৮,৭৯,২৫৫.৩০ টাকা) ০৫.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ | ক) ৭,২০,০০০.০০ টাকা (*) (সাত লাখ কুড়ি হাজার টাকা)<br>খ) ৭২,০০০.০০ টাকা (বাহাত্তর হাজার টাকা)<br>গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)<br>ঘ) IDIB30211677311<br>ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়<br>চ) প্রতীকী দখলীকৃত |

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

কিউ আর কোড - সম্পত্তির আইডি - IDIB30211677311

eBKray | সম্পত্তির ফটো | ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৮.০৮.২০২৪, দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
**ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - https://www.ebkray.in**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https:-//www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস-এর জন্য মেল করুন **support.ebkray@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি., ৮২৯১২২০২২০।

**দরদাতাদের https://www.ebkray.in**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর** ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

**দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও**

তারিখ : ০৫.০৮.২০২৪
স্থান : দারপাড়া, শক্তিপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

# হাসিনা সরকারের পতন হতেই বন্ধ মালদার মহদিপুর এলাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেল মালদার ভারত-বাংলাদেশের মহদিপুর এলাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত। এমনকী বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির তৈরি হওয়ার পরেও ওপারের পানামা স্থলবন্দরে আটকে রয়েছে প্রায় দেড়শো জন ভারতীয় লরি চালক এবং খালাসি। তাদেরকেও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর তদারকিতে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে রীতিমতো পুলিশ ও বিএসএফের নজরদারি আরো জোরদার করা হয়েছে। তবে ওপার বাংলা থেকে সীমান্ত দিয়ে যাতে বৈধভাবে নাগরিকরা সুষ্ঠুভাবে ভারতে ফিরতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি। সোমবার দুপুরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে দেওয়ার পর চরম অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয় ওপারে। সেই দিকেই নজর রেখেই মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর এলাকার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্ত আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও রপ্তানিকারকদের সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহদিপুর সীমান্তের ওপারের সামান্য দূরে রয়েছে বাংলাদেশের পানামা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর। সেখানেই ভারতের অসংখ্য লরি



নিয়ে চালক ও খালাসিরা আটকে রয়েছেন। তাদের কিভাবে ফেরানো যায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভারতীয় লরি চালক রহমান শেখ বলেন, এদিন পাথর নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। আমার মতো ভারতীয় প্রায় দেড়শো জন লরি ও চালক খালাসিরা বাংলাদেশের পানামা সীমান্তে আটকে রয়েছে। সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আমরা পানামা সীমান্ত থেকে হেঁটে ভারতে প্রবেশ করেছি। বিএসএফ আমাদের সাহায্য করেছে। লরি নিয়ে আসতে দিচ্ছে না ওপারের সীমান্ত বাহিনী কর্তারা। আমার মতো এরকম অনেক ভারতীয় লরি চালক ও খালাসির আটকে রয়েছেন। তাদের এপারে আসার ব্যবস্থা করুক সরকার। অন্যদিকে প্রায় দেড় মাস আগে ভারতের বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক শাওন হক। এদিন তাঁর বাংলাদেশের ফিরে যাওয়ার কথা। পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে সীমান্তে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা শুনে কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে উচ্ছ্বাসিত হয়েছেন। মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, আপাতত তিনদিনের জন্য মহদিপুর এলাকার ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সীমান্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। ওপার বাংলায় যেসব ভারতীয় লরিচালক ও খালাসিরা রয়েছেন তারা যাদের সুষ্ঠুভাবে দেশে ফিরতে পারেন সে ব্যাপারেও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকার গড়তে চলেছে। আপাতত সেনাবাহিনী নেমেছে বাংলাদেশে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর কাস্টমস্ অফিসারদের নির্দেশমতোই নতুন করে সীমান্তের বাণিজ্য রপ্তানি চালু করা হবে। মহদিপুর ভারত- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সীমান্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত শুল্ক দপ্তরের অধিকর্তা দেশদুলাল চ্যাটার্জি বলেন, এই সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য রপ্তানিতে ভারত সরকারের প্রতিদিন গড়ে, ১৫ থেকে ২৯ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। তবে প্রথম থেকে একটা ধারণা ছিল বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যেটা এদিন ঘটল। তবে সীমান্তে পচনশীল পণ্য সামগ্রীর মধ্যে পিঁয়াজের কিছু গাড়ি রয়েছে। যেগুলি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বেশিরভাগই পাথরের গাড়ি। যেকোনো মুহূর্তে সীমান্তে বাণিজ্য রপ্তানি বন্ধ হতে পারে, এরকম বার্তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। ফলে পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে তেমন কিছু কাঁচামাল নেই। আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

# জলের স্রোতে ভেঙে গেল কাঠের সেতু, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন খানাকুলে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** ডিভিসির ছাড়া জলে তোড়ে ভেঙে গেল কাঠের ব্রিজ, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হুগলি, হাওড়া এবং মেদিনীপুরের মানুষের। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে হুগলি জেলার খানাকুল বিধানসভার খানাকুল ২ ব্লকের হরিশ্চকের আজগুবিতলার যাতায়াতের যে কাঠের ব্রিজটি ছিল সেটা ভেঙে পড়ে। সমস্যায় পড়েছে কয়েক হাজার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় প্রশাসনের মধ্য তৎপরতা দেখা যায়। যদিও মুণ্ডেশ্বরী নদীতে জল বাড়ায় খেয়া পারাপার প্রাথমিকভাবে বন্ধ রাখা হয়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন জলাশয় থেকে জল ছাড়ার ফলে ইতি মধ্যেই খানাকুল ২ নং ব্লকের জগৎপুর, শাবলসিংহপুর, ধান্যনগরী, পলাশ পাই, গণেশপুর সহ বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত। এই সমস্ত প্লাবিত মানুষের কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দফায় দফায় চলছে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বৈঠক। জেলা শাসক মুক্তা আর্যর পর্যবেক্ষণে আরামবাগের প্লাবিত এলাকার ওপর সরকারি আধিকারিকরা নজরদারি চালাচ্ছে। তবে আজগুবিতলার কাঠের সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে



ওই এলাকার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেতু ভাঙার কারণে চিন্তিত এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে দিকে পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ এদিন পুরশুড়ার দামোদর নদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন। শ্যামপুর, কোটালপাড়া, কুমারচক সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কথা বলেন বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে। বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, আমাদের আরামবাগ মহকুমার চারটে বিধানসভা এলাকায় বৃষ্টি হলে নদীতে জল বাড়ে এবং বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটা আটকানোর জন্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাজ্য সরকার জল ঢেলে দিয়েছে। তবে এদিন পুরশুড়ার বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন প্রশাসন ও সাংসদ মিতালি বাগ। পুরশুড়া হাইস্কুলে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং আরামবাগ সাংসদ মিতালি বাগের উপস্থিতিতে বন্যা দুর্গতদের হাতে ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়। সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, বন্যাকবলিত যারা রয়েছেন প্রথম দিন থেকেই সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে এবং জনপ্রতিনিধিদের তরফ থেকে যা যা করণীয় আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। যাতে মানুষ কোনও বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়।

# ওপার বাংলার বসবাসকারী আত্মীয়দের নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন মালদার শহরের বহু পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনার পরেই ওপার বাংলার বসবাসকারী আত্মীয়দের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন মালদার শহরের সরকার পরিবার। যেভাবে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে, তারমধ্যে নেমেছে সেনা, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে থাকা একাধিক আত্মীয়-স্বজনেরা কেমন আছেন তা নিয়েও দুঃশ্চিন্তায় রয়েছেন সরকার পরিবার। রীতিমতো মালদা শহরের মালঞ্চপল্লি এলাকার সরকার পরিবারে সোমবার অরন্ধন পালন করা হয়। গত দু'দিন ধরে মোবাইলে একাধিকবার ফোন করো যোগাযোগ করতে পারেননি মালদা সরকার পরিবারের প্রবীণ কর্তারা। এরপর সোমবার বিকেলে আচমকায় ফোন লাগে বাংলাদেশের নাটোর জেলার সরকার পরিবারের আত্মীয়দের বাড়িতে। ওপার থেকে ফোনে জানানো হয়, পরিস্থিতি খুবই জটিল। চোখের সামনে একের পর এক পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর পার্টি অফিস আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেক পরিবার বাড়িতে তালা মেরে চলে গিয়েছে। তাদের মতো শুধুমাত্র কয়েকটি পরিবার আছে। বাজারহাট, দোকান



পাঠ সবই বন্ধ। কোনও রকম যান চলাচল করছে না। এরকম পরিস্থিতির কথা জানতে পেরেই মালদার আত্মীয়রা চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মালদা শহরের মালঞ্চ পল্লি এলাকার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী সুশান্ত সরকার বলেন, বাংলাদেশের নাটোর জেলার রবিহাট এলাকায় আমার মামার বাড়ি। ছোট থেকেই সেখানে অনেক বছর ছিলাম। এমনকী বহু বছর আগে বাংলাদেশের মেয়েকেও ভালোবেসে বিয়ে করেছি। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে কোনও রকম খোঁজ নিতে পারছিলাম না। মাঝে একবার কথা হয়েছিল। তারপর যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। সোমবারের ঘটনা আরো উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এরপর গোটা দেশে আগুন জ্বলছে। নাটোর জেলায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমাদের আত্মীয়েরা খুব ভয়ে আছে। যে কোনও সময় বড় কিছু অঘটন ঘটে যেতে পারে। একে একে সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রবিহাট এলাকায় ২০ থেকে ২৫টি পরিবার রয়েছে। যাদের প্রত্যেকের আত্মীয়-স্বজন কোনও না কোনও সূত্র ধরেই ভারতীয় বসবাস করে। আর সেইসব পরিবারগুলি এখন চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছে যে আমরা মামার বাড়ির সকল সদস্যদের ভারতে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।

অন্যদিকে মালদা শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপল্লী এলাকার আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, আমার পিসি ও তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের বগুড়ায় থাকেন। তাদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনোরকম ভাবে যোগাযোগ করতে পারেনি। আশা করি বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে।

# বন্ধ হল আমদানি-রপ্তানি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা:** বাংলাদেশর উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে আবারও বন্ধ হয়ে গেল আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা। সীমান্তে দাঁড়িয়ে শয়ে শয়ে পণ্যবাহী গাড়ি। সোমবার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা দিয়ে কিছু গাড়ি বাংলাদেশে ঢুকলেও দুপুর আড়াইটে নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় দুই স্থল বন্দরের বাণিজ্য। কবে বাণিজ্য চালু হবে সে বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ব্যবসায়ীদের অনুমান অনির্দিষ্টকালের জন্য সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়বে বলেই অনুমান ব্যবসায়ীদের।

অশান্তি জেরে বাংলাদেশে মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে শতাধিক তার মধ্যেই ওপার বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য এদেশে ঢুকছে পর্যটকরা। নতুন করে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তারা চাইছেন দ্রুত স্বাভাবিক না হলে আমরা বাড়ি ফিরতে আশঙ্কা বোধ করছি। পাশাপাশি যেভাবে দিনের পর দিন বাংলাদেশ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হচ্ছে। কোটা আন্দোলন জের শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে আসছেন বলেও বাংলাদেশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে অশান্তি আচ সীমান্ত বসিরহাটের ঘোজাডাঙা ও বনগাঁর পেট্রাপোলে। সীমান্তে আমদানি রপ্তানি জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পণ্যবাহী ট্রাক কাঁচামাল নিয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা ফল সবজি ফসল সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। নতুন করে বাংলাদেশে অশান্তির জেরে সীমান্ত বাণিজ্যে আমদানি রপ্তান কোটি কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে বহু বাংলাদেশি রোগী এদেশের চিকিৎসার জন্য বৈধ নথিপত্র নিয়ে আসলেও তারা দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছে। একদিকে সীমান্ত বাণিজ্য অন্যদিকে বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরতে রীতিমতো ভয়ে শিউরে উঠছে। সময় যত যাচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা তত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।



*বোলপুর পুরসভার উদ্যোগে ও বোলপুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের সহযোগিতায় ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবসে অনুষ্ঠিত হবে শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠান 'হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ'। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বোলপুর শান্তিনিকেতনের সমস্ত সাংস্কৃতিক দলের কর্মীরা রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র নাটক, রবীন্দ্র কবিতা ও ভাষ্যপাঠে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ। ডাকবাংলো ময়দান সংলগ্ন স্টেডিয়ামে চলছে মহড়া।*




*অমর শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৫তম জন্মদিনকে স্মরণে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল মল্লারপুর কিশোর সঙ্গীতায়নের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। এই উপলক্ষে মল্লারপুর সুহৃদ সংঘের সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।*

# ইসিএল এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল ও জলমগ্ন

## প্রতিবাদে কোলিয়ারি বন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে যেদিকেই চোখ ফেরানো যায় শুধুই জল আর জল। প্রবল বর্ষণে ভেসেছে খনি অঞ্চল। ইসিএল এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, ফলে প্রবল বর্ষণে এলাকার বাড়িঘর জলমগ্ন। তারই প্রতিবাদে কোলিয়ারি বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হল স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ও এলাকার খনি কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার শঙ্করপুর কোলিয়ারিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়নি, দীর্ঘদিন যত্রতত্র ও জমা হয়েছে জঞ্জাল, আর সেই কারণেই প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়েছে খনি আবাসনগুলি। আর তাতেই চরম সমস্যায় পড়েছেন কয়েকশো স্থানীয় বাসিন্দা। ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় খনির কাজ। সকাল আটটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলে এই বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ, ও ইসিএল এর নিরাপত্তা রক্ষী সিআইএসএফ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন ছোড়া পঞ্চায়েতের প্রধান রামচরিত্র পাশওয়ান। তিনি বলেন, ইসিএলের কোলিয়ারির ম্যানেজার ও এজেন্টের সঙ্গে



কথা হয়েছে, এলাকার জমা জঞ্জাল ও নিকাশি নালাগুলির শীঘ্রই সাফাই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, বিগত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণের প্রায় সব জায়গায় জলমগ্ন। আর সেই কারণেই এলাকার বাসিন্দারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে এসেছিলেন কোলিয়ারিতে। কোলিয়ারির ম্যানেজার বলেন, স্থানীয়দের সঙ্গে কথা হয়েছে, পাশাপাশি পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ম্যানেজারের আশ্বাসেই আড়াই ঘণ্টা পর বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা।

# শ্রমিকদের বকেয়া না মিটিয়ে কারখানার গেটে তালা, উধাও মালিকপক্ষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** অন্ডালের চিতাডাঙা এলাকায় রয়েছে একটি বেসরকারি স্টিল ওয়েজ ক্রেসিং কারখানা। প্রত্যেক দিনের মতো সোমবার ও শ্রমিকরা কারখানার গেটের সামনে এলে দেখেন কারখানার গেটে তালা ঝোলানো। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ, স্বাভাবিক কারণেই হতাশ হয়ে পড়েন কারখানার শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রায় দেড় মাসের বকেয়া বেতন না মিটিয়েই শ্রমিকদের কোনও কিছু অগ্রিম না জানিয়ে হঠাৎ কারখানার গেটের তালা বন্ধ করে উধাও হয়েছেন। কারখানার শ্রমিক সিলু শর্মা, বাবুলাল টুডু, নেপাল মাঝিরা জানান, মালিক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব দ্বন্দ্বের কারণেই কারখানার এই অবস্থা। এই কারখানাটি তিনজন পার্টনার আছে বলে জানা যায়। তাদের মধ্য টাকা পয়সার লেনদেনের কারণেই বন্ধ হয়েছে কারখানা। তিন পার্টনারের নিজস্ব মত বিরোধের জাঁতাকলে পড়ে সমস্যায় কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা।

কারখানার তিন পার্টনারের একজন রামাধর সিং জানান, তার আরো দুই পার্টনার কারখানার প্রায় ৯০ লাখ টাকার নয়ছয় করে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কারখানা আসেন না। তিনি বলেন, কারখানার উপর প্রচুর দেনা করে দুই পার্টনার যদি পালিয়ে যায় তাহলে কারখানা কিভাবে চলতে পারে? সে কারণেই বন্ধ করা হয়েছে কারখানা বলে তিনি জানান। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কারখানার আরো এক পার্টনার পিন্টু তাবরেজ জানান, তাদের বিরুদ্ধে ওঠানো অভিযোগ মিথ্যা উল্টে রমাধর সিং-ই টাকা নয়ছয় করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তারা কারখানায় যান না বলে জানান তিনি। তিনি এও বলেন, যখন তারা কারখানায় যান না, তখন কারখানা খোলা থাকবে কি বন্ধ সেটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তমানে যিনি কারখানা চালাচ্ছেন।

এক কথায় মালিকপক্ষের নিজস্ব দ্বন্দ্বের জাঁতাকলে পড়ে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েছেন কারখানার কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকদের দাবি, অবিলম্বে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হোক। আর মালিকপক্ষরা তাদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে কারখানা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করুক।

# প্রবল বর্ষণে ভেঙেছে ব্রিজ, স্থানীয়দের তৎপরতায় ব্রিজ তৈরি হতে বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** হঠাৎ বৃষ্টিতে আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের বেরেন্ডা অঞ্চলের বাবুরবাঁধ ও সিলুট গ্রামে কাঁদর ব্রিজ রয়েছে সেটি প্রবল বৃষ্টির ফলে ভেঙে পড়ে। রবিবার আউশগ্রাম ব্লক কমিটি ও পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নতুন ব্রিজ করার আশ্বাস দেন। কিন্তু এলাকার মানুষ সেই আশ্বাস না মেনে সোমবার নিজেদের উদ্যোগে বাঁশের একটি সেতু তৈরি করে। আর এই সেতু অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। আউশগ্রাম ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায় একটি বৈঠক করেন। তিনি জানান, বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করা হয়। তাঁরা সম্মতি দেন নতুন ব্রিজ তৈরির। কিন্তু এলাকার মানুষ নিজেদের উদ্যোগে একটি বাঁশের সেতু তৈরি করে। কিন্তু সেই সেতু নির্মাণ করার ফলে এলাকার মানুষ বড়



দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে স্থানীয় ঠিকাদারদের দিয়ে পাইপ ও মাটি দিয়ে গাড়ি চলাচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষ ওই ব্রিজ তৈরি করে সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন বলে তার দাবি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নতুন ব্রিজ তৈরি করা হবে। এই প্রসঙ্গে আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অরূপ সরকার সাংবাদিক বৈঠক করেন একই বিষয় নিয়ে। তিনিও দাবি করেন খুব শীঘ্রই নতুন সেতু তৈরি করা হবে। পাশাপাশি এলাকায় যে যে ব্রিজের ভগ্ন অবস্থা রয়েছে সেই বিষয়গুলো নজর রাখা হচ্ছে।

# দুর্যোগ কাটিয়ে ফের শুরু হল অন্ডাল বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** টানা দুর্যোগের জেরে জলমগ্ন হয়ে যায় অন্ডাল কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর। যার কারণে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর থেকে গত তিনদিন সমস্ত বিমান পরিষেবা বাতিল করা হয়েছিল।



সোমবার থেকে আবার সমস্ত জায়গার বিমান পরিষেবা চালু হল। অন্ডাল কাজী নজরুল বিমানবন্দরের ডিরেক্টর কৈলাস মণ্ডল জানান, তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল যাত্রী নিরাপত্তা। আর সেই কথা মাথায় রেখেই গত তিনদিন বন্ধ ছিল সমস্ত বিমান পরিষেবা। সোমবার থেকে সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে ফের শুরু হল বিমান পরিষেবা। তাই সকাল ৯টা নাগাদ অন্ডালে অবতরণ করে মুম্বইগামী বিমান এবং নিরাপদেই আবার উড়ে যায়। গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে অন্ডাল বিমানবন্দর জলমগ্ন ছিল। ফলে বন্ধ ছিল বিমান পরিষেবা, ঠিক সেই সময় এই সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন খবরে প্রকাশ হয় অন্ডাল কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরের ছবি। কৈলাসবাবু সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই যাত্রীরা তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়েছেন।

# লোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** এক মহিলা ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এলাকার বিভিন্ন মহিলাদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিভিন্ন মাইক্রফিনান্স সংস্থা ও ব্যাংক থেকে লোন করিয়ে সেই টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার সাতকাহনিয়া, বনকাটি ও অযোধ্যা এলাকায়। ওই এলাকারই বাসিন্দা প্রতিমা কোঁড়া নামের এক মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। যদিও ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই এলাকা ছাড়া ওই মহিলা। সোমবার কাঁকসা থানায় ওই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন প্রতারিতরা। সাতকাহনিয়া এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, প্রতিমা কোঁড়া নামের ওই মহিলা এবং তার সঙ্গীরা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করে এবং সেই নথি দিয়ে বিভিন্ন মাইক্রফিনান্স সংস্থা এবং ব্যাংক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার কথা জানায়। টাকা পাওয়ার প্রলোভনে পা দিয়ে অনেকেই তাদের নথি তুলে দেয় ওই মহিলার হাতে। স্থানীয়দের অভিযোগ বেশ কয়েকবার তারা ক্ষুদ্র আকারে লোন পান বিভিন্ন মাইক্রোফিনান্স সংস্থা ও ব্যাংক থেকে। অনেকেই তাদের লোন শোধ করে দেন। কিন্তু লোন শোধ করে দেওয়ার পরও ব্যাংক ম্যানেজাররা একাধিক মহিলার বাড়ি গিয়ে তাদের কাছে টাকা চায়। টাকা না পেয়ে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ও ব্যাংকের ম্যানেজাররা গ্রামের মহিলাদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিমা কোঁড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তখন তারা ওই মহিলার কোনো সন্ধান পাননি বলে অভিযোগ। পরে তারা বুঝতে পারেন ওই মহিলার দ্বারা তারা সকলেই প্রতারিত হয়েছেন। প্রতিমা কোঁড়াকে যাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়। সেই দাবি নিয়ে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন কাঁকসার বনকাটি সাতকাহনিয়া ও অযোধ্যা এলাকার বাসিন্দারা। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

# বন্ধ হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** নতুন করে উত্তাল বাংলাদেশ। তার জেরেই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের। যার প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হিলিতে। সোমবার সকাল থেকেই হিলি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের পণ্যবাহী গাড়ি। যে গাড়িগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল। বাংলাদেশের তরফ থেকে এখনো কোনো আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত মেলেনি। যার প্রভাব পড়ছে দু'দেশের যাত্রী পরিবহণ ব্যবসায়।

এ বিষয়ে হিলি এলাকার এক ব্যবসায়ী জানান, 'আগামী তিনদিন বাংলাদেশ সরকারের তরফে বাংলাদেশে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আন্দোলনের রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। আমরা চাইছি দ্রুত আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়ে যাক।'

# বাঁকুড়া সোনামুখী ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন প্রশাসনিক কর্তারা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ইতিমধ্যেই দামোদরের জল প্রবেশ করেছে সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমিতি মানার বিঘার পর বিঘা সবজির জমি ও ধানের জমিতে। সমস্যা এলাকার কৃষকরা। এই পরিস্থিতিতে নদীর তীরবর্তী এলাকার গ্রামগুলির ওপর কড়া নজর রেখেছে প্রশাসন। দামোদরের জল কিছুটা কমলেও এখনো পর্যন্ত রয়েছে চাষের জমিতে জল। জল বাড়ার প্রবণতা বাড়লে এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষজন। তবে একটানা বৃষ্টির জল এবং দামোদর নদীর জল চাষের জমিতে ঢুকে যাওয়ায় বিঘার পর বিঘা পটল জমি এবং বিভিন্ন সবজির জমি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি কৃষকদের। জল কমতে থাকলেও রাতে আতঙ্কেই কাটাতে হয় নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষজনের। এই পরিস্থিতিতে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন সোনামুখী ব্লকের বিডিও সোনামুখী থানার আইসি এবং সোনামুখী ব্লকের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকরা।

# খাবারে বিষক্রিয়ার অভিযোগ, মৃত্যু ২ বোনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি:** কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার হরিণখোলা এলাকায়। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক বোন। মৃত এগারো বছরের পাপিয়া পাল ও পাঁচ বছরের শ্রাবণী পাল। হাসপাতালে ভর্তি সাত বছরের মিষ্টি পাল। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে। ওইদিন রাতে শ্রাবণীর পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়। বমিও করে। নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে। রবিবার সকালে শ্রাবণীর মৃত্যু হয়। এরপর আরও দুই বোন অসুস্থ হয়ে পড়ে। একই উপসর্গ দেখা যায়। দুই বোনকে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। বিকেলে মৃত্যু হয় পাপিয়ার। চিকিৎসকদের অনুমান খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে এই মৃত্যু। তবে কুলপি থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে দুই বোনের দেহের ময়নাতদন্ত হবে। এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে পুরো পরিবার।

মৃত শিশুর বাবা শুকদেব পাল বলেন, 'কিভাবে এমন হল জানি না। ডাক্তার বলছেন, খাবারে বিষক্রিয়া





থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ওই খাবার তিন মেয়ে ছাড়া আমরাও খেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের কিছু হয়নি। দুই মেয়ে মারা গেল। জানিনা এখন কি করব।' অন্যদিক মৃতদের আত্মীয় সুমঙ্গল ঘোষ বলেন, 'দুই বোনের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। একই বাড়ির তিন বোনের দেহে কিভাবে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে গেল বুঝতে পারছি না। দুই শিশু অকালে প্রাণ হারাল। ওদের বাবা মা ভেঙে পড়েছে।'

## হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ডোভালের

# উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মোদি-জয়শঙ্কর-শাহ

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** গাজিয়াবাদের হিন্ডন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে অবতরণের পর সোমবার সন্ধ্যায় ভারতের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শেখ হাসিনা। এমনটাই জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এএনআই। এই অবস্থায় বাংলাদেশ ইস্যুতে জরুরি বৈঠকে বসে দিল্লি। উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। অন্য দিকে দিল্লিতে হাসিনা পৌঁছতেই সংসদে গিয়ে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

সূত্রকে উদ্ধৃত করে এএনআই দাবি করেছে, গাজিয়াবাদে ভারতীয় বায়ুসেনার সি-১৭ এবং সি-১৩০জে সুপার হারকিউলিসের কাছে 'পার্ক' করা থাকবে বাংলাদেশের বায়ুসেনার সি-১৩০জে বিমান। ঢাকা ছাড়ার পর ওই বিমানে চেপেই হাসিনা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এসেছেন বলে সূত্রের খবর। প্রথমে শোনা গিয়েছিল, সোমবার রাতেই তিনি লন্ডনের উড়ান ধরতে পারেন। পরে জানা যায়, ব্রিটেন হাসিনার রাজনৈতিক আশ্রয়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও সরকারি সূত্রে এর কোনও সমর্থন মেলেনি। তবে তেমন হলে হাসিনা আগামী কয়েক দিন দিল্লিতেই 'সেফ হাউসে' থাকতে পারেন।

শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। মৃত্যু হয় শতাধিক মানুষের। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সোমবার দুপুরে বাংলাদেশ ছাড়েন হাসিনা। রওনা দেন ভারতের উদ্দেশে। সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তবে হাসিনার সঙ্গে মোদি কথা বলবেন কি না, সে বিষয়ে কেন্দ্রের তরফে কিছু জানানো হয়নি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদে আলাদা করে কথা বলেছেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধিও। কংগ্রেসের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মাঝে রয়েছে ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। সোমবার সীমান্তে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঢাকাগামী বিমান বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। বাংলাদেশ এবং ভারতের মাঝে ট্রেন চলাচল আগেই বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী ৩০ ঘণ্টার জন্য বাংলাদেশগামী বিমান বাতিল করেছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। বিমান সংস্থা ভিস্তারা জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে তারা। তবে এখনই বিমান বাতিলের কথা ঘোষণা করেনি এই সংস্থা। ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ছ'ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়।

# বাংলাদেশে থাকা ভারতীয়দের জন্য এমারজেন্সি নম্বর চালু করল নয়াদিল্লি

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** অগ্নিগর্ভ পদ্মাপার। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা করেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান। সেখানে এই মুহূর্তে পড়াশোনা এবং কর্মসূত্রে বহু ভারতীয়ের বসবাস। তাঁদের জন্য এমারজেন্সি নম্বর চালু করল নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য যে অ্যাডভাইসরি জারি করা হয়েছে তাতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সকলকে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে যে সকল ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। অপ্রয়োজনে কেউ বাড়ির বাইরে বের হবেন না। যে কোনও প্রয়োজনে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।' এর পাশাপাশি চালু করা হয়েছে জরুরিভিত্তিক ফোন নম্বর। ৮৮০১৯৫৮৩৮৩৬৭৯, ৮৮০১৯৫৮৩৮৩৬৮০ ৮৮০১৯৩৭৪০০৫৯১ । যে কোনও প্রয়োজনে ওপার বাংলায় বসবাসকারী ভারতীয়রা এই নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারবেন।

এদিকে, অশান্ত পরিস্থিতিতে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমস্ত ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। দুই দেশের সীমান্ত এলাকা জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা করেছে বিএসএফ। ইতিমধ্যেই বিএসএফ-এর ডিজি পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। এর পাশাপাশি বিএসএফ-এর-এর একজন শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, শেখ হাসিনা ঢাকা ছাড়ার পরই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সীমান্ত এলাকায়। সোমবার শেখ হাসিনা ঢাকা ছাড়ার পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন সে দেশের সেনাপ্রধান। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। আপনারা শান্তি-শৃঙ্খলার পথে ফিরে আসুন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা। মানুষ মারা যাচ্ছেন। সংঘাতের মাধ্যমে আর নতুন কিছু আমরা পাবো না। প্রতিটা হত্যার বিচার করা হবে। ভাঙচুর, মারামারি, সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকুন। ধৈর্য হারাবেন না। আমি নিশ্চিত, আপনারা যদি আমাদের কথামতো চলেন, আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, তা হলে আমরা একটা সুন্দর পরিণতির দিকে এগোতে পারব।'

# অভিবাসী-বিরোধী হিংসা ব্রিটেনে, হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী স্টার্মারের

**লন্ডন, ৫ অগস্ট:** অভিবাসন বিরোধী আন্দোলন ঘিরে ভয়াবহ হিংসায় জ্বলছে ব্রিটেন। শহরের জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দোকান ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। জানালেন, অতি ডানপন্থীরা গায়ের রং দেখে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তাঁদের কাউকে রেহাত করা হবে না।

গোটা ঘটনার সূত্রপাত এক দুষ্কৃতী হামলাকে কেন্দ্র করে। গত সপ্তাহে ব্রিটেনের সাউথপোর্টে এক নাচের ক্লাসে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। এর পরই রটে যায় এই হামলাকারী একজন অভিবাসী এবং ইসলামিক কট্টরপন্থী। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা ব্রিটেনে। শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা হিংসাত্মক আকার নেয়। বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানো হয় অভিবাসীদের উপর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দাঙ্গা আরও গুরুতর আকার নেয়। সেই ঘটনার একাধিক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে অনুমান করা হচ্ছে, ২০১১ সালের পর এটাই সবচেয়ে বড় দাঙ্গা ব্রিটেনে। যদিও ব্রিটেন পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, হামলাকারী কোনও বিদেশি নন, তিনি ব্রিটেনের নাগরিক। যদিও পুলিশের দাবিতেও বিশেষ কাজ হয়নি।

ব্রিটেনের একাধিক শহরে ব্যাপক হিংসা ছড়ায়। বেছে বেছে পুড়িয়ে দেওয়া হয় অভিবাসীদের দোকানপাঠ, বেছে বেছে চলে হামলা। এই ঘটনায় প্রায় ১৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই গ্রেপ্তারির খবর সামনে আসতেই নতুন করে আগুন জ্বলে ওঠে দেশে। রবিবার ব্রিটেনের লিভারপুল, ব্ল্যাকপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, ব্রিস্টল, হাল শহরে মুসলিম অভিবাসী বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে ডানপন্থীরা। সাউথ ইয়র্কশায়ারে এক হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই হোটেল অভিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ১০ পুলিশকর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। হামলা চলে সাংবাদিকদের উপরেও।

## সপ্তাহের শুরুতেই শেয়ার বাজারে ধস

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** সপ্তাহের শুরুতেই বড়সড় ধাক্কা শেয়ার বাজারে। সোমবার সকালে বাজার খোলার পরেই ২০০০ পয়েন্টেরও বেশি পড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। খানিকটা বেলা গড়াতে আরও বাড়তে থাকে সূচকের পতন। বেহাল দশা নিফটিরও। ২৪ হাজারের ঘরে নেমে যায় নিফটির সূচক। ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের একাধিক সংস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারের চাপেই এমন বিপর্যয় ভারতের শেয়ারে।

শুক্রবারই ধস নামার ইঙ্গিত মিলেছিল শেয়ার বাজারে। সারাদিন পরে কোনওমতে ৮০ হাজারের উপরে সেনসেক্সের সূচক নিয়ে বাজার বন্ধ হয়। কিন্তু সোমবার সকালে বড়সড় বিপর্যয় শেয়ার বাজারে। সকালে বাজার খোলার পর থেকে লাগাতার ধস নামে সেনসেক্স-নিফটির সূচকে।

বেহাল দশা নিফটিরও। গত বৃহস্পতিবারই সর্বকালের নজির গড়েছিল নিফটির সূচক। তবে ২৫ হাজার থেকে সোমবার সেই সূচক নেমে এসেছে ২৪ হাজার ৩০০তে। ব্যাপক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে লোকসান হয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রচুর সংস্থার।

# কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে

**নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট:** দিল্লি হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন না আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি কোনও ভাবেই বেআইনি নয়, জানাল আদালত। সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি এবং তাঁকে হেপাজতে নেওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে কেজরিওয়ালের করা মামলা খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট।

সোমবারের শুনানিতে বিচারপতি নীনা বনসল কৃষ্ণের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারির নেপথ্যে 'ন্যায্য' কারণ ছিল। তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপকে কখনওই বেআইনি বলা যাবে না। একই সঙ্গে কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদন মামলার নিষ্পত্তিও করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিচারপতি নীনা বনসলের বেঞ্চ।

গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। লোকসভা ভোটের সময়ে তাঁকে কিছু দিনের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার মেয়াদ শেষ হলে ২ জুন আবার তিহার জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কেজরি। গত ২০ জুন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত কেজরির স্থায়ী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল। ইডির তরফে বৃহস্পতিবার কেজরির জামিন ৪৮ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হলেও বিচারক ন্যায় বিন্দু এক লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন দিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিল ওই মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

গত ২৫ জুন ইডির আবেদন মেনে বিচারপতি সুধীরকুমার জৈন এবং বিচারপতি রবীন্দ্র দুদেজার অবকাশকালীন বেঞ্চ কেজরীর জামিন খারিজ করে দেয়। এর পরে সে দিনই তিহারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরে জেলবন্দি কেজরিকে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অনুমোদনে হেপাজতে নেয় আবগারি মামলার আর এক তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। সিবিআই হেপাজতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেজরী রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আবেদন জানালেও তা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তার পর দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার তা-ও খারিজ হয়ে যায়।

অন্য দিকে, আবগারি মামলায় ধৃত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ১২ জুলাই বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ সেই নির্দেশ দিয়েছিল। ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলাতে কেজরিওয়ালাকে তিহার জেলেই থাকতে হবে।

## মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধের আবহ, আশঙ্কায় গোটা বিশ্ব

**তেহরান, ৫ অগস্ট:** সোমবারই ইজরায়েলের উপর একযোগে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল ইরান এবং হেজবোল্লা! জি-৭ দেশগুলোকে এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এমনটাই দাবি করেছে একটি মার্কিন সংবাদপত্র। অন্যদিকে ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, হামলা চালানোর আগেই ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবে তেল আভিভ।

এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধের আবহ। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে কোনও ছায়াযুদ্ধ নয়, সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। মনে করা হচ্ছে, পুরোদস্তুর লড়াই বাঁধল বলে। ইরানের পাশে রয়েছে হামাস ও হেজবোল্লার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীও। এহেন পরিস্থিতিতে জি-৭ সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে সতর্ক করে মার্কিন বিদেশ সচিব জানিয়েছেন, হয়তো সোমবারেই ইজরায়েলে সরাসরি হামলা করতে পারে ইরান। তাদের সঙ্গী হতে পারে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হেজবোল্লাও।

অন্যদিকে ইজরায়েলের এক প্রথমসারির সংবাদপত্রের দাবি, ইরানের হামলা ঠেকাতে বিশেষ স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। সূত্রের খবর, ইরানের সম্ভাব্য হামলার খবর পেয়েই গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ এবং শিন বেটের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নেতানিয়াহু। সেখানে হাজির ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং ইজরায়েলি সেনার প্রধান হার্জি হালেভি। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ইরান হামলা চালানোর আগেই ইজরায়েলের তরফে আক্রমণ শানানো হতে পারে। তাহলে পালটা আঘাত হানতে পারবে না ইরান।

যদিও ইরানের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, কেবল সামরিক ঘাঁটি নয় ইজরায়েলের একাধিক এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে হেজবোল্লা। দিনকয়েক আগে ইজরায়েলি হামলায় নিকেশ হন হেজবোল্লার কমান্ডার। তার পালটা দিতেই হামলা করবে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী। এদিকে বরাবরই রণং দেহি নেতানিয়াহু জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দেশে হামলা করলে কড়া মূল্য চোকাতে হবে। এহেন পরিস্থিতিতে সোমবার আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য, আশঙ্কায় গোটা বিশ্ব।

## বানভাসি গুজরাত

# নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরণ তিন শতাধিক মানুষকে

**আমদাবাদ, ৫ অগস্ট:** ভারী বৃষ্টিতে আওরঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় গুজরাতে আবার তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। আসন্ন বন্যার আশঙ্কায় দ্রুত তৎপর হয়েছে প্রশাসন। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তিন শতাধিক বেশি মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

রবিবার মধুবন বাঁধ থেকে ছাড়া হয়েছিল প্রায় ১৪.৬২ লক্ষ কিউসেক জল। সোমবারও ৪৭,৭৬২ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এতেই জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গুজরাতে। জানা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের ক্যান্টনমেন্ট এলাকা এবং ভালসাদ জেলায় প্রবল বৃষ্টির কারণে বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মধুবন বাঁধের জলস্তর। রবিবারও ১.১১ লক্ষ ঘনমিটার পর্যন্ত জলপ্রবাহের রেকর্ড করা হয়েছে। ফলত, বাঁধের জলস্তর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৬০ মিটারের কোঠায়, যা বিপদসীমা ৮০ মিটারের কাছাকাছি।

এমনিতেই টানা বৃষ্টিতে বেহাল দশা গুজরাতের। এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় প্রতি দিনই কোনও না কোনও মৃত্যুর খবর আসছে ওই রাজ্য থেকে। এঁদের মধ্যে কেউ বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছেন, কারও মৃত্যু হয়েছে বৃষ্টিতে বাড়ির ভেঙে পড়া দেওয়াল চাপা পড়ে। রাস্তায় জমা জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে কারও কারও। মৃতদের মধ্যে রয়েছে শিশুরাও। বৃষ্টিতে গুজরাতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। বহু মানুষ ঘরছাড়া। পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ।

তবে এখনই বৃষ্টি থামার কোনও নাম নেই, বলছে আবহাওয়া অফিস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, রবিবার রাত পর্যন্ত ভালসাদ জেলার বিভিন্ন তালুকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভালসাদে ১৬৩ মিমি, ধরমপুরে ১০৩ মিমি, কাপরাদায় ১১৯ মিমি এবং পারডিতে ৭০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সোম ও মঙ্গলবারও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ভালসাদ জেলায়। ধরমপুরে এবং কাপরাদাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার এই দুই তালুকে বন্ধ রাখা হয় যাবতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।


শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**Press Notice**
**Sealed Quotations** are hereby invited for Bitter Gourd Seed (VNR Aakash) under PSME schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide **NIQ- 03/ PSME/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22, in the district of Purulia.** For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board. Last date for submitting sealed quotation on **14.08.2024**
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Office of the
**PROSADPUR GRAM PANCHAYAT**
Vill - Prosadpur,
P.O- Haribhanga,
P.S & Dist-Murshidabad
**NIT. No:- 04/PGP/15th FC/2024-25.** Date of publishing:- **06/08/2024 from 10.00 a.m.** Last Date of Application:- **16/08/2024 upto 3.00 p.m.** Date of issue of tender paper:- **20/08/2024 up to 3.00 p.m.** Last date of Submission of tender paper : **22/08/2024 up to 3.30 p.m.** Dte of opening: **22/08/2024 at 4.00 p.m**
Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

**পূর্ব রেলওয়ে**
ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১৪২_২০২৪-২৫, তারিখ ০২.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসবিজি ল্যুপের জন্য ভূমি প্ল্যানের ডিজিটাইজেশন ও সার্টিফিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪৩,২৬,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৮৬,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** সময়সীমা অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২২.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-202/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
**SAGARPARA GRAM PANCHAYAT**
P.O.-SAGARPARA. MURSHIDABAD. WEST BENGAL.
**Tender Notice**
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No 04/SGP/2024-25 (tied) 2nd Call by the Prodhan, SAGARPARA GRAM PANCHAYAT.** Last date of application **10.08.2024 up to 10.00A.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Sagarpara, Murshidabad

**TENDER NOTICE**
WBCADC is inviting e-tender for Construction of Cow Shed (16.8m x 8.9m) at Irrinchi farm under WBCADC, Tamluk-I Project, Purba Medinipur, [NIT No.-02/2024-25 (2nd call), Tender Amount Rs. 30,35,282.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 23.08.2024 Up to 16.30 hours by downloading through the website stated below-
For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
ADMINISTRATIVE SECRETARY
WBCADC

**Mugura Gram Panchayat**
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tenders are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 374/MGP (SI.-1), ii) 375/MGP (SI.-1), iii) 376/MGP (SI.-1), iv) 377/MGP (SI.-1), iv) 378/MGP (SI.-1), Date: 05.08.2024. Fund: 5th SFC (2023-24) & 15th CFC (2024-25).** Tender will be available in the website **www.wbtenders. gov.in** and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **21.08.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **23.08.2024 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

**DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT**
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
**ABRIDGED NIT**
e-Tenders are being invited from the bidders w.r.t. TenderS **ID No 2024_ZPHD_727935_1 to 2024_ZPHD_727935_3, 2024_ZPHD_ 727949_1 and 2024_ZPHD_727958_1** are dated **03-08- 2024.** Last date of tender dropping **12-08-2024, up to 18.00 P.M.** and opening date of tender **16-08-2024, 22-07-2024 at 10.00 A.M.** For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

**হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন**
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
HMC/HWW/P-10/24-25 তারিখ : ০২.০৮.২০২৪
**ই-টেন্ডার নোটিশ**
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, **এইচএমসি-হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুর প্ল্যান্টে ২ টি বিভিন্ন কাজের জন্য** একই ধরনের কাজে যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস, পদ্মপুকুর বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** পাওয়া যাবে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টার মধ্যে।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_727056।
২৪(১)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
৫.৮.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

**Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat**
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205
**Notice Inviting e-Tender**
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 (Three) nos. different development work(s) vide **(i) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-20/XV-Tied Sanitation/24-25,** Date: **22/07/2024. (ii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-21/XV-Tied Sanitation/24-25,** Date: **25/07/2024, (iii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT-22/XV-Tied Drinking Water/24-25, Date: 25/07/2024. Tender ID: 2024_ZPHD_719888_1, 2024_ZPHD_722119_1 and 2024_ZPHD_722128_1.** Bid submission end date: **10.08.24 upto 11.00 A.M.** Technical Bid opening date: **12.08.2024 at 11.00 A.M.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Sonali Samaddar
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

**SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

| e-Tender ID No | Bid Submission End Date & Time |
|---|---|
| 2024_ZPHD_728583_1 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728583_2 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728583_3 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728583_4 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728583_5 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728583_6 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728643_1 | 16-Aug-2024 10:00 AM |
| 2024_ZPHD_728643_2 | 16-Aug-2024 10:00 AM |

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.
Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

# ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ‘সর্বকালের দ্রুততম রেসে’ বোল্টকেও মনে করালেন লাইলস

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নোয়াহ লাইলস কি শুধুই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন? জাপানের মিডিয়া কিন্তু তা মনে করছে না। পরশু লাইলস এই ইভেন্টে সোনা জয়ের পর দেশটির মিডিয়া তাঁকে বলছে, ‘বিশ্বের দ্রুততম অ্যানিমি ভক্ত।’ কারণ? ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জয়ের পর জাপানের অ্যানিমি শো ‘ড্রাগন বল’ আক্রমণ এর মতো জয় উদ্‌যাপন করেছেন লাইলস। কিন্তু লাইলস নিজে কী ভাবছেন? ওই তো, ১০০ মিটারের জাত স্প্রিন্টাররা যেমন হন, লাইলসের ভাবনাও তেমনই।

দৌড় শুরুর আগে জ্যামাইকান কিংবদন্তি উসাইন বোল্টের আত্মবিশ্বাসই অন্য রকম থাকত। যেন জেতাটা নিশ্চিতই, ট্র্যাকে নেমেছেন আনুষ্ঠানিকতা রক্ষায়। লাইলসও তেমনই। যেটা মনে আসে, সেটা বলে ফেলেন, করেনও। ১০০ মিটার দৌড়ের ট্র্যাকে নামার আগে মার্কিনদের ভরসা রাখতে বলেছিলেন তাঁর ওপর। প্রতিশ্রুতির প্রতিদান দিয়ে ‘এক্স’,এ লাইলসের পোস্ট, ‘আমেরিকা, তোমায় বলেছিলাম না সামলে নেব!’ ২৭ বছর বয়সী লাইলস এক্সে আরেকটি পোস্ট করেছেন। সেটি সম্ভবত বিশ্বের সব স্বপ্নবাজ তরুণদের জন্য, ‘আমার অ্যাজমা আছে, অ্যালার্জি আছে, ডিসলেক্সিয়া আছে, এর সঙ্গে যোগ করুন উদ্বেগ ও হতাশা। তোমার কী আছে, সেটা ঠিক করে দেয় না, তুমি কি হতে পারবে। তুমিও পারবে!’

হ্যাঁ, চেষ্টা ও নিবেদন থাকলে সাফল্য তো আসেই। তবে লাইলস যেভাবে পেরেছেন, সেটি একটু আলাদা। বিবিসি দাবি করছে, ১০০ মিটার স্প্রিন্টে এই প্রথমবারের মতো বাতাসের পক্ষে ৮ জন স্প্রিন্টার ১০ সেকেন্ডের নিচে দৌড় শেষ করেছেন, আর তাই এটি ‘সর্বকালের দ্রুততম রেস’।

রুপাজয়ী জ্যামাইকার কিশানে থম্পসনের সঙ্গে ফটো ফিনিশে ০.০০৫ সেকেন্ডের ব্যবধানে এগিয়ে সোনার মুখ দেখেছেন লাইলস (৯.৭৯ সেকেন্ড)। আর অষ্টম হওয়া ওবলিক সেভিয়ের সঙ্গে লাইলসের সময়ের ব্যবধান ০.১২ সেকেন্ড। জ্যামাইকার সেভিয়ে দৌড় শেষ করেছেন ৯.৯১ সেকেন্ডে। সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকে এর চেয়েও দেরিতে দৌড় শেষ করে চতুর্থ হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আকানি সিম্বিন (৯.৯৩ সেকেন্ড)।

প্যারিস অলিম্পিকের এই ইভেন্টে ‘সর্বকালের দ্রুততম’ এই দৌড় প্রতিযোগিতার সঙ্গে একটি তুলনাও খুঁজে পেয়েছে সংবাদমাধ্যম। ১৯৩২ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রালফ মিটক্যাফেকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘মিডনাইট এক্সপ্রেস’খ্যাত এডি তোলান। সেই দৌড় নিয়ে এখনো আলোচনা চলে। কেউ কেউ লাইলসের এই দৌড়ের সঙ্গে মিলও খুঁজে পাচ্ছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর যোগসূত্রও আছে।

৯২ বছর আগের সেই অলিম্পিকে তোলান এবং মিটক্যাফে দুজনেই ১০.৩০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছিলেন। সে সময় সেটা বিশ্ব রেকর্ড হলেও বিচারকেরা ফল বের করতে আধা ঘণ্টার বেশি সময় নিয়েছিলেন। ফল নির্ধারণ করতে তাঁরা ডেকে পাঠান গুস্তাভাস টি. কিরবিকে। অ্যাথলেটিকসে ফটো ফিনিশের আবিষ্কারক তিনি। কিরবি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, ‘তোলান ৫ সেন্টিমিটার ব্যবধানে জিতেছেন।’

লাইলসের এই জয় তাঁর ভক্তদের ছুঁয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাঙিয়ে দিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস প্রধান সেবাস্তিয়ান কোয়েকেও। তাঁর মতে, ক্যারিশম্যাটিক এই আমেরিকান স্প্রিন্টার অ্যাথলেটিকসের জন্য ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ’। কোয়ের দাবি, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ২০১৭ সালে অবসর নেওয়া অলিম্পিকে ৮ বারের স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়ন বোল্টের শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন, ‘সে নিজের গল্পটা এমনভাবে লিখছে, যা আমাদের উসাইন বোল্টের জমানায় ফেরত নিচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে সবাই চেনে। এমন একটা মুখ যাকে নিয়ে সবাই কথা বলছে। জানি তারা কী নিয়ে কথা বলছে। বিশ্বের খেলাধুলায় হাই প্রোফাইল নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদদের কাতারে তাকে রাখছেন অনেকে।’

# কলকাতা লিগে আবার পাঁচ গোল দিল মোহনবাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কলকাতা লিগে ছন্দে মোহনবাগান। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে পূর্ব রেলকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দিল তারা। হ্যাটট্রিক করলেন মহম্মদ সালাউদ্দিন। আগের ম্যাচে টালিগঞ্জকে পাঁচ গোল দেওয়ার পর আবার কলকাতা লিগে পাঁচ গোল দিল মোহনবাগান। সেই ম্যাচে সুহেল ভাট হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এই ম্যাচে সালাউদ্দিন।

প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়েছিল মোহনবাগান। গোল করেন ফারদিন আলি মোল্লা। ডান দিক থেকে নিচু ক্রস করেছিলেন টাইসন সিংহ। পূর্ব রেলের ডিফেন্ডারদের কাছে সুযোগ থাকলেও তারা সেই বল ক্লিয়ার করতে পারেনি। সেই ফাঁকে গোল করেন ফারদিন। দ্বিতীয়ার্ধে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে মোহনবাগান। দ্বিতীয় গোল সালাউদ্দিনের। ডান দিক আসা পাসে পূর্ব রেলের গোলকিপারকে বোকা বানিয়ে গোল করেন। দ্বিতীয় গোলের পর মোহনবাগানের আক্রমণ অনেক বেড়ে যায়। পূর্ব রেলের কাছে কোনও জবাব ছিল না। পেনাল্টি থেকে মোহনবাগানের হয়ে তৃতীয় গোল রাজ বাসফোরের। চতুর্থ এবং পঞ্চম গোল সালাউদ্দিনের। তিনি হ্যাটট্রিক

# চলে গেলেন গ্রাহাম থর্প

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সাবেক ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান ও কোচ গ্রাহাম থর্প ৫৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। ২০২২ সাল থেকে ‘গুরুতর অসুস্থ’ ছিলেন তিনি। আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০টি টেস্ট খেলেন থর্প। ১৬টি সেঞ্চুরিসহ ৪৪.৬৬ গড়ে ৬৭৪৪ রান করেন বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান। পাশাপাশি ৮২টি ওয়ানডে খেলে করেন ২৩৮০ রান। প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ২১ হাজারের ওপর রানের পাশাপাশি লিস্ট ‘এ’-তে করেন ১০ হাজারের ওপরে রান।

খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ে আসেন থর্প। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বও পালন করেন। ২০২২ সালের মার্চে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হয়ে সে বছরের মে মাসে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

ইসিবি বিবৃতিতে বলেছে, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, গ্রাহাম থর্প, এমবিই মারা গেছেন। গ্রাহামের মৃত্যুতে যে ধাক্কা আমরা খেয়েছি, সেটি প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ নেই বলে মনে হচ্ছে।’

ইসিবি আরও বলেছে, ‘ইংল্যান্ডের অন্যতম দারুণ একজন ব্যাটারের চেয়েও তিনি ক্রিকেট পরিবারের প্রিয় একজন সদস্য ছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে থাকা সমর্থকেরা শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর স্কিল ছিল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে আর ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর সামর্থ্য ও অর্জন সতীর্থ ও ইংল্যান্ড এবং সারের সমর্থকদের অনেক খুশি এনে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোচ হিসেবে তিনি ইংল্যান্ড পুরুষ দলের সেরা মেধাদের অসাধারণ অর্জন এনে দিয়েছেন বিভিন্ন সংস্করণে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ক্রিকেটবিশ্ব আজ শোকাহত। তাঁর স্ত্রী অ্যামান্ডা, তাঁর সন্তান, বাবা জিওফ এবং পরিবারের সকল সদস্য ও বন্ধুদের এই অকল্পনীয় কঠিন সময়ে আমরা সমবেদনা জানাই। ক্রিকেটের প্রতি অসাধারণ অবদানের জন্য আমরা সব সময় গ্রাহামকে স্মরণ করব।’

# শ্যেন নদীতে জীবাণু ভর্তি, অসুস্থ সাঁতারু

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** অলিম্পিক্সে বিতর্ক থামার কোনও নামই নেই। এ বার শ্যেন নদীর জলের মান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রবিবার রাতে ট্রায়াথলনের ম্যাচ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বেলজিয়াম। তাদের দাবি, শ্যেন নদীর জলের দূষণে দলের এক প্রতিযোগী অসুস্থ হয়ে পড়ায় দল নামাতে পারেনি তারা।

বুধবার মহিলাদের ট্রায়াথলনে অংশ নিয়েছিলেন ক্লেয়ার মাইকেল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিয়েছেন। মাইকেলের অসুস্থতার ব্যাপারে বেলজিয়াম বিস্তারিত না জানালেও সূত্রের খবর, শ্যেন নদীর জলে অত্যধিক দূষণ থাকার কারণেই তিনি অসুস্থ হয়েছেন। প্রতিযোগিতার দিন জলের মান যাচাইয়ের যে পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে ভাল পরিমাণে জীবাণু রয়েছে।

ব্যক্তিগত ট্রায়াথলন ইভেন্ট শুরু হওয়ার আগে দূষণের কারণেই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি, প্রতিযোগিতার নামার আগে জলের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য প্রতিযোগীদের যে পরীক্ষামূলক সাঁতার কাটার সুযোগ দেওয়া হয়, তা-ও বাতিল হয়ে গিয়েছে।

বেলজিয়ামের দাবি, ভবিষ্যতে অলিম্পিক্স আয়োজনের আগে ভাল করে জল পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। প্রতিযোগী, সমর্থক এবং বাকিরা যাতে শেষ মুহূর্তে বিপদে না পড়েন, তার আহ্বান করা হয়েছে।

# চিনের সোনা জয় নিয়ে প্রশ্ন পিটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** গতকাল রাতে ছেলেদের ৪x১০০ মিটার মেডলি রিলেতে সোনা জিতেছে চীন। যে চার সাঁতারু চিনকে ৩ মিনিট ২৭.৪৬ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে সোনা জিতিয়েছেন, তাদের দুজন সর্বশেষ অলিম্পিকের আগে ডোপিং পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছিলেন। পুরোনো এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে চিনের রিলে সোনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অ্যাডাম পিটি।

গ্রেট ব্রিটেনের এই সাঁতারু বলেছেন, কেউ যদি ন্যায্য বিজয়ী না হন, সে জয়ের কোনো অর্থ নেই। রিলে সাঁতারে পিটির দল চতুর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্র হয়ে দ্বিতীয় হয়ে রুপা এবং ফ্রান্স তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ জেতে।

টোকিও অলিম্পিকের আগে চীনের ২৩ জন খেলোয়াড়ের ডোপিং পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন গতকাল রিলেতে সোনা জেতা কিন হাইয়াং ও সুন ইয়াউন। চিনের অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি অবশ্য তাদের নিষিদ্ধ করেনি। কারণ হিসেবে বলা হয়, পরীক্ষায় পাওয়া অননুমোদিত উপাদান তাঁরা অনিচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন।

তবে গ্রেট ব্রিটেনের হয়ে ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে রুপা জেতা পিটি হাইয়াং-ইয়াউনদের সোনাজয়ে

# ব্রোঞ্জেও ‘লক্ষ্য’ভ্রষ্ট, ইতিহাস গড়া হল না সেনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** উত্তরাখণ্ডের আলমোড়া। পাহাড়ি শহরে চোখ মেললেই কুমায়ুন হিমালয়ের সৌন্দর্য্য মনমুগ্ধ করে দেয়। প্রকৃতি যেন নিজের হাতে করে সাজিয়ে দিয়েছে শহরটাকে। সেখানেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের অন্যতম অধিবাস।

পাহাড়ি শহরে ব্যাডমিন্টনের প্রচলন করেছিলেন লক্ষ্য সেনের ঠাকুরদা চন্দ্রলাল সেন। খেলা শিখিয়েছিলেন ছেলে ধীরেন্দ্রকুমার সেনকে। যিনি ডিকে সেন নামে পরিচিত ভারতের ব্যাডমিন্টন মহলে। তিনি আবার খেলা শিখিয়েছেন লক্ষ্যকে। ব্যাডমিন্টন আলমোড়ার সেন পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে। তিন পুরুষের চর্চা দু’টি ম্যাচ হেরে যাওয়ায় শেষ হয়ে যাবে? তা হয় না। তাই সেমিফাইনালের পর ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে ১ ঘণ্টা ১১ মিনিটে ২১-১৩, ১৬-২১, ১১-২১ ব্যবধানে হেরে গেলেও লক্ষ্য অনেক দূর যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন।

প্যারিস অলিম্পিক্সের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে রবিবার ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের কাছে লক্ষ্য হেরে যাওয়ার পর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। লক্ষ্য পদক পাবেন তো? পদকের কাছাকাছি পৌঁছেও ভারতের একাধিক খেলোয়াড়ের ব্যর্থতার ইতিহাস সেই আশঙ্কা তৈরি করেছিল। সেই আশঙ্কা সত্যি হল। লক্ষ্যের লক্ষ্যপূরণ হল না। কিন্তু চার বছর পর লক্ষ্যপূরণ হবে, সেই আশা করাই যায়।

সোমবার কোর্টে নামা থেকেই আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করেন লক্ষ্য। বিশ্বক্রমতালিকায় সাত নম্বরে থাকা মালয়েশিয়ার লি-কে ২১-১৩ ব্যবধানে হারিয়ে দেন। লি নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার আগেই ১৬ পয়েন্টে পৌঁছে যান লক্ষ্য। তখনও তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন ১০ পয়েন্টে। এই ব্যবধান আর মুছতে পারেননি মালয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ। ম্যাচের প্রথম ২০ মিনিট দেখে মনে হয়েছিল, লক্ষ্য প্রস্তুত। কিন্তু পরে বোঝা গিয়েছে সেই প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না।

অলিম্পিক্স বড্ড কঠিন ঠাঁই। বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনের এখন যা গতিপ্রকৃতি, তাতে সেরা খেলোয়াড়ই সোনা জিতবেন, পদক জিতবেন, কেউ বলতে পারেন না হলফ করে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের খেলোয়াড়দের তফাৎ উনিশ-বিশ। প্রথম পাঁচ-সাত জনের যে কেউ সোনা জিততে পারেন। নিজের দিনে সকলেই হারাতে পারেন যে কাউকে। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে কম রাস্তা হাঁটতে হয় না খেলোয়াড়দের। কত লিটার ঘাম ঝরলে অলিম্পিক্স পদক জিততে পারেন, সেই হিসাব কেউ করেন না। কত আঘাত সহ্য করলে বিজয়ীর মঞ্চে ওঠা যায়, তার কোনও ফর্মুলা নেই। শুধুই কি অনুশীলন? আরও কত কিছু যে করতে হয়, তার খতিয়ান জানেন শুধু খেলোয়াড় এবং কোচেরা। প্রতি দিন লড়াই করতে হয়। সতীর্থদের হারাতে হয়। নিজেকে ছাপিয়ে যেতে হয়। তবেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া যায়।

খেলার মাঠে বা কোর্টে আসলে কেউই বন্ধু নয়। প্রতি দিনের সঙ্গীকে হারিয়েই এগোতে হয়। ঠিক যেমন অলিম্পিক্সের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্যকে সামলাতে হয়েছে এইচএস প্রণয়ের চ্যালেঞ্জ। যেমন সেমিফাইনালে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে এক সময় অনুশীলনের সঙ্গী অ্যাক্সেলসেনের বিরুদ্ধে। প্রতিটি পরাজয় আসলে সাফল্যের একেকটি ধাপ। পরাজয় জেদ বৃদ্ধি করে। ভুলগুলি শিক্ষা দেয়। শিক্ষা শেষে দীক্ষা লাভ হয়।

প্রথম গেম জেতার পর রাশ কিছুটা আলগা করেছিলেন লক্ষ্য। সেই সুযোগ কাজে লাগালেন লি। ২৬ মিনিট লড়াইয়ের পর লক্ষ্য হারলেন ১৬-২১ ব্যবধানে। সমতা ফেরানোর পর ম্যাচের রাশ নিয়ে নেন লি। আর পারলেন না লক্ষ্য। তৃতীয় গেমে লি-র আক্রমণাত্মক খেলার সামনে কিছুটা দিশাহারা দেখাল লক্ষ্যকে। ২৬ মিনিটে হারলেন ১১-২১ ব্যবধানে। খেলা যত এগিয়েছে, তত পিছিয়ে পড়েছেন লক্ষ্য। ভুল ‘জাজমেন্ট’-এ সহজ পয়েন্ট দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও কাজে লাগাতে পারেননি। চাপের মুখে একের পর এক ভুল করেছেন।

সেমিফাইনালের পর অ্যাক্সেলসেন বলেছেন, লক্ষ্যের প্রতিভা আছে। শেখার, পরিশ্রম করার চেষ্টা আছে। চার বছর পর অলিম্পিক্স সোনা জয়ের প্রধান দাবিদার হয়ে উঠতে পারে। ঠিকই বলেছেন হয়তো। লক্ষ্যের শিক্ষা পর্ব শেষ হয়নি। দীক্ষা লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য্য নিয়ে। অলিম্পিক্সের আগে ব্যাডমিন্টনে ভারতের সম্ভাব্য পদকজয়ী হিসাবে লক্ষ্যকে ধরা হয়নি। মহিলাদের সিঙ্গলসে পিভি সিন্ধু এবং পুরুষদের ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির জুটিকে রাখা হয়েছিল হিসাবের মধ্যে। অলিম্পিক্সেও বাছাইয়ের মর্যাদা পাননি লক্ষ্য। সম্ভাবনা, বাছাই তালিকা নিয়ে মাথা ঘামান না চ্যাম্পিয়নেরা। নিজেদের দক্ষতায় ভরসা রাখেন তাঁরা। লড়াই শুরুর পর প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। লক্ষ্য হয়তো তেমনই চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। অ্যাক্সেলসেন সঠিক ভাবেই বলেছেন, এখনও শিখতে হবে। অন্তত বড় খেতাব জেতার জন্য।

অলিম্পিক্স সোনা জেতার বয়স হয় না। পঞ্চম বারের চেষ্টায় ৩৭ বছর বয়সে রবিবার প্রথম সোনা জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ। লক্ষ্য এখন ২২। এর থেকে কম বয়সেও সোনা জেতা যায়। বিশ্বকে চমকে দেওয়া যায়। সেই সাফল্যের পিছনে থাকে ক্রীড়া সংস্কৃতি। প্রকাশ পাড়ুকোন, বিমল কুমার, পুল্লেলা গোপীচন্দেরা উদ্যোগ নেওয়ার আগে এ দেশে আধুনিক মানের ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমি তেমন ছিল না। গত কয়েক দশকের চেষ্টায় তিনটি অলিম্পিক্স পদক এসেছে। সাইনা নেহওয়াল, সিন্ধুরা পদক এনেছেন। পুরুষদের জাতীয় দল থমাস কাপ চ্যাম্পিয়ন (বিশ্বজয়ের সমতুল্য) হয়েছে। ২০২২ সালে সেই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক পর্যায় ধারাবাহিক সাফল্যের যুগ ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে শুরু হয়েছে দেড় দশক আগে। পাড়ুকোন, গোপীচন্দ বা তাঁদের আগের সৈয়দ মোদীরা ব্যতিক্রমী প্রতিভা হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছেন। লক্ষ্য প্যারিসে লক্ষ্যচ্যুত হননি। আসলে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন এখনও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। আলমোড়ার যুবকের র্যাকেট দেশের ব্যাডমিন্টনকে হয়তো সামান্য এগিয়ে দিতে পারে।

মাইকেল ফেল্পস, উসাইন বোল্ট, সিমোন বাইলসের মতো অলিম্পিক্স সফল ক্রীড়াবিদ ভারতে নেই। এমন ঝকঝকে সোনালি সাফল্যের খোঁজ এ দেশে কেউ করে না। একটা ব্রোঞ্জ পেলেই সফল মনে করা হয়। কোনও কোনও খেলোয়াড় অলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেই গর্বিত হন। লক্ষ্য ঠিক এই জায়গায় ব্যতিক্রম। জুনিয়র পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেয়েছেন। নিজের খেলাকে ভেঙেছেন। গড়েছেন। নতুন ভাবনায় প্রস্তুত হয়েছেন। নতুন শট যোগ করেছেন। দুর্বল কিছু শট বিয়োগ করেছেন। যোগবিয়োগ করতে করতে এগিয়েছেন। আরও পথ এগোতে হবে তাঁকে।

সেমিফাইনালে অ্যাক্সেলসেনের বিরুদ্ধে শুরুটা ভাল করেছিলেন। ধরে রাখতে পারেননি। দক্ষতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। অভিজ্ঞতাতেও পিছিয়ে গিয়েছেন। জোকোভিচের ২০ বছর লেগেছে। ব্যাডমিন্টনের অ্যাক্সেলসেন টেনিসের জোকারের মতোই। ডেনমার্কের শাটলারকেও রিয়োয় সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ব্রোঞ্জ নিয়ে। টোকিয়োয় সোনা জেতেন। লক্ষ্যকেও অপেক্ষা করতে হবে অন্তত আরও চার বছর। গত ১৫-২০ বছরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে একের পর এক ভাল মানের খেলোয়াড় উঠে এসেছেন। কেউ কেউ বিশ্বমানেরও। প্রস্তুতির এটা বড় সুবিধা। সেরা মানের সতীর্থদের সঙ্গে দিনের পর দিন অনুশীলন করে কঠিনতম লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়া যায়। সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

লক্ষ্যের বাঁ কানের পাশ থেকে গলায় লম্বা করে লেখা রয়েছে, ‘স্কাই ইজ দ্য লিমিট’। অনেক আগেই নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন। গ্রুপ পর্বে বিশ্বের তিন নম্বর ইন্দোনেশিয়ার জোনাথন ক্রিস্টি, কোয়ার্টার ফাইনালে চাইনিজ তাইপের চউ তিয়েন-চেনের বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছেন। তা একটা জয়ে যেমন বাড়তি গুরুত্ব পায় না, তেমন একটা হারে লঘুও হয়ে যায় না। দু’জনেই পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার ছিলেন। লক্ষ্যকে জয় এনে দেওয়া স্ম্যাশগুলি নিশ্চিত ভাবে তাঁদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করেছে। স্বপ্ন পূরণে বাধা দিয়েছে। সেমিফাইনালে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে লক্ষ্যেরও। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়েও ব্যতিক্রম হল না।

সাফল্য ধরা দিল না প্যারিসে। জীবন এগিয়ে যাবে। লক্ষ্যও নিশ্চই তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগোতে চাইবেন। অ্যাক্সেলসেন তো বলেছেন, ভারতীয় তরুণের দীক্ষালাভ হতে পারে লস অ্যাঞ্জেলসে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**